ধৰ্ম্ম-পরীক্ষা

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

(পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক)

দৃশ্যকাব্য।

"পরীক্ষা না করি নরে করনা বিশ্বাস,
করনা হৃদয় দ্বার কভু উন্মোচন।"
"যদি কৃষ্ণ পদে চিন্তা, ভক্তিস্তৎপদ পঙ্কজে,
বিষমে দুর্গমে ব্যাপি কাচিন্তা মরণে রণে।"

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে
মিত্র বাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

ভূমিকা

ধর্ম্ম-পরীক্ষা মহাভারতের এক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। ইহাতে মহাকাব্য নিদর্শিত প্রায় সকল প্রকার রস বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে করুণ রসই প্রবল। কিন্তু মহাভারতের এরূপ একটি উৎকৃষ্ট অংশ যে আমাদিগের মাতৃ ভাষায় নাট্যাকারে কিম্বা কাব্যাকারে ভাষান্তরিত হয় নাই, দুঃখের বিষয়। আমার যদিও এরূপ কোন ক্ষমতা নাই যে, এমন একটি উৎকৃষ্ট ইতিহাসাংশ নাট্যাকারে রচনা করি ও এ বিষয়ে লেখনী গ্রহণ করা যদিও আমার পক্ষে হাস্যাস্পদ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তত্রাপি এই দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমার এই মাত্র উদ্দেশ্য যে, যদি কোন বিদ্বান পাঠক ইহা দেখিয়া মাতৃ ভাষার দুর্দ্দশা বিমোচনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে মাতৃ ভাষা যথেষ্ট উপকৃতা হইবেন।

যাহা হউক, এক্ষণে এই আমার প্রথম রচনা পণ্ডিত, জ্ঞানপুণ, বিদ্বান, মহাজন পাঠকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা অবশ্যই ইহার দোষ গুণ সুবিচার করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবেন। অনেকের উৎসাহে আজি উৎসাহিত হইয়া আমি এই নূতন নাটকখানি "রঙ্গভূমে" অভিনীত হইবার মানসে লিখিলাম, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। পরিশেষে আমি শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কারণ এই মহাজনের বিশেষ উৎসাহে আমি এক্ষণে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছি, এবং তিনি বহুতর কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তকের স্থানে স্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি—

১লা, ফেব্রুয়ারি,
১৮৮৬
কলিকাতা।

গ্রন্থকারস্য।

উৎসর্গ পত্র।

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদকৃষ্ণ মিত্র খুল্লতাত মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

হে তাত!

ভ্রাতৃ পুত্র উপহার কি দিবে চরণে,
এ "ধর্ম্ম-পরীক্ষা" মোর যতনের ধন,
দিতেছি আপন করে করুন গ্রহণ।
তব পুণ্য নামে ইহা করিয়া উৎসর্গ,
পূর্ণ মনস্কাম এবে ভাবিনু অন্তরে ;
কেবল প্রসাদে তব হয়ে উৎসাহিত,
লিখিলাম ইহা আমি করিয়া যতন।
দোষ গুণ সব মোর করিয়া বিচার,
বিহিত বিধান যাহা করিবেন পরে ;
প্রথম প্রয়াসে যদি পাই কোন বাধা,
লিখিতে সক্ষম তবে হব গো! কেমনে
উৎসাহ আমারে যদি করেন প্রদান,
শত শত হেন গ্রন্থ পারিব লিখিতে।
কোথা যদি কোন দোষ থাকে গো! আমার,
শিশু ভাবি এই বার করুন মার্জ্জনা।
চরণে ঠেলনা দেব! এ মোর মিনতি,
কৃপা চক্ষে হের যদি ইহা একবার ;
জীবন সফল তবে ভাবি মনে মনে।
শৈশব হইতে কত সহেছি লাঞ্ছনা,
ভুলিব সকল দুখ যদি রাখ পদে।

১লা ফেব্রুয়ারি,
১৮৮৬
কলিকাতা।

আপনার স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃপুত্র,
শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

গ্রন্থোপহার।

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত নীলমণি ভট্টাচার্য্য গুরুমহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

গুরুদেব!

দীন শিষ্য আমি তব,
গুরুদক্ষিণা কি দিব চরণে?
এ "ধর্ম্ম-পরীক্ষা" মোর যতনের ধন,
অর্পিনু তোমার ঐ শ্রীপদে।
দেব! ধর্ম্ম-পরীক্ষা সহ
মোর পরীক্ষা এবে হবে এই স্থলে।
তোমার সহায়ে প্রভু! লিখিনু এখন,
যতনের ধন মোর, ঠেলনা চরণে;
চরণে ঠেলিলে হায়! মরিব মরমে।
যদি কোন স্থলে দোষ থাকে কিছু ইথে,
আপনার শিষ্য ভাবি করুন মার্জ্জনা;
দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন যদ্যপি,
জীবন সার্থক তবে ভাবিব অন্তরে।

সিমুলিয়া,
কলিকাতা।
১৮৮৬।

আপনার একান্ত বশম্বদ শিষ্য
শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

নান্দী।

শ্রী নাথের নাম জপে, মোক্ষ হবে পাপী জনে,

ভু বনের কষ্ট যত, থাকিবে না আর মনে।

ব নে, জলে, সর্ব্বস্থলে, তোমার মহিমা হেরি,

ন ব নব ভাব ধরে, ভুভার হর শ্রীহরি।

কৃ ষ্ণ রূপে নন্দালয়ে, জন্মিলে ভূপরে আসি,

ষ ড় রিপুগণে দাসি, আপনি হইলে বশী*

ন টবর সাজ ধরে, ছলিলে হে গোপীগণে,

দা সী ভাবে মোক্ষ যারা, পাইল সেবি চরণে।

স ব কি ভুলিলে নাথ! যাইয়া কি স্বর্গ ধামে?

মি ত্র যেন পার্থ তব, কোথা রৈল পরিণামে?

ত্র স্ত করি চলে যেতে হলনা কি দয়া মনে?

প্র ভাস তীর্থেতে আসি, নাশিলে হে যদুগণে।

নী লমণি নাকি পরে, ভুলনা হে ভক্ত জনে;

ত রাও অন্তিমে দেব! ভুবন বাসনা মনে।

---

* বশী—জিতেন্দ্রিয়।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ ।
মলাটে	৭	ব্যাপি	বাপি
১	২		
৪	৬	(প্রাকাশ্যে)	(প্রকাশ্যে)
৩২	৮	গমণ	গমন
৪৩	৯	পাণ্ডূ পুত্রগণ !	পাণ্ডুপুত্রগণ !
৫৫	৭	গেলে,	গেল,
৬৮	১৪	প্রেরুণ	প্রেরুন
৮১	১৬	হম্য ?	হর্ম্য ?

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ ।

যুধিষ্ঠির।

ভীম।

অর্জ্জুন।

নকুল।

সহদেব।

পরিক্ষিৎ।

বজ্র।

কৃপাচার্য্য।

যুযুৎসু।

অগ্নিদেব।

ইন্দ্র।

ধর্ম্মদেব। (কুকুর রূপী।)

বেদব্যাস।

নারদ।

দেবগণ, মুনিগণ, কিন্নরগণ, প্রজাগণ, পাপীগণ, দ্বারবান, ছত্রধর, দণ্ডধর, দেবদূত, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দ্রৌপদী।

সুভদ্রা।

যাদব ও কৌরব মহিলাগণ, কিন্নরীগণ ইত্যাদি।

ধৰ্ম্ম-পরীক্ষা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—রাজসভা।

(রত্নসিংহাসনে রাজা যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট, চতুষ্পার্শ্বে
অর্জ্জুন ব্যতীত চারি ভ্রাতা ও
সভাসদ্‌গণ আসীন।)

যুধি— ভাই বৃকোদর!
হইনু কাতর অতি,
কেন যে মন, হইল এমন;
কি জানি কি জানি যেন,
সব হারাই হারাই!

ভীম— কেন ধর্ম্মরাজ!

অকস্মাৎ তোমারে হেরি ভাবান্তর।
অর্জ্জুন বিহনে বুঝি হ'য়েছ কাতর?
আসিবে অর্জ্জুন ফিরি দ্বারকা নগরী,
পূজিবে চরণযুগ, তোমার আবার।
তবে কেন তাঁর তরে, হও উচাটন?

যুধি— অর্জ্জুনের তরে মোর কোন শঙ্কা নাই
দেখেছি স্বপন ভাই,
কাল রজনীতে,
ব্রহ্মশাপে নাশ যেন, যাদবমণ্ডলী।
ত্যজিল যোগেতে কায় বীর বলদেব,
যোগে মগ্ন কৃষ্ণে যেন, কে আসি বিন্ধিল।
হাহাকার ধ্বনি, পূরিল যাদব পুরী;
এখন সে ধ্বনি যেন, শুনি নিরন্তর।
সখার বিহনে ভাই, কত যে কাঁদিল.
কতক্ষণ পরে,
মোহ ছাড়ি দারুকে ডাকায়ে,
কহিল সাজাতে রথ।
প্রভাস হইতে যাদব রমণীগণে,
ল'য়ে যেতে দ্বারকা নগরী,
করিল মনন। হায়!
চড়াইল সবে রথে, চড়িল আপনি,
হেনকালে রৈ রৈ রবে
আসি দস্যুগণ,
ঘোরনাদে ঘেরিল অর্জ্জুনে।

মহারণ বাধিল তথন।
রণে পরাজিয়ে যেন ভ্রাতাকে আমার,
কাড়িল যাদব নারী,
হরে ল'য়ে যত অলঙ্কার,
পালাইল যথা স্থানে।
অসক্ত অর্জ্জুন তবে গাণ্ডীব তুলিতে,
ধিক্ থাক্ দিয়ে আপনারে,
হাহাকারে কাঁদি হ'ল অচেতন।
ভাইরে! সে সব যেন সত্য বোধ হয়।
হেনকালে মোর স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল,
দেখিনু যথায় শুইয়া ছিনু
তথন তথায়, কোথা কিছু নাই।
কিন্তু মন বড় হইল উতলা,
কি জানি কি জানি ভাই;
বামাঙ্গ এথন হইল স্পন্দন,
ভাল গতি না দেখি হে আর।
এবে অর্জ্জুনের তরে
মন হ'তেছে অস্থির,
কি করি কি করি ভাই;
না দেখি উপায় এবে,
হারাই হারাই বুঝি বা তাহারে।
স্মরিলে সে স্বপ্ন ভাই,
এবে কাঁপে হৃদি থর থরি।

নকুল— এ কি অদ্ভুত স্বপন দেব!

শুনেনি কখন !
প্রলয় প্রলয় বোধ হ'তেছে এখন।

ভীম—(স্বগত) যাদব নিগ্রহ, হায় !
দস্যু-রণে অর্জ্জুন বিজয় ;
একি অদ্ভুত স্বপন !

(প্রাকাশ্যে) না হও চঞ্চল প্রভু !
সত্য কভু হয় না স্বপন।
স্বপ্নে মন্দ হেরিলে আপনার,
বিপরীত ফলে তার।

সহদেব— সত্য যা কহিলে মধ্যম।
অসম্ভব স্বপ্ন তরে,
কেন দেব ! হও হে অস্থির ?
চিরস্থায়ী কভু নয় এ সংসার।

যুধি— শিশু তুমি ভাই সহদেব,
জানি আমি
"চিরস্থায়ী কভু নয় এ সংসার ;"
কিন্তু মায়া ডোরে বদ্ধ আছি মোরা,
সে ডোর কভু কি ভাই
পারি রে কাটিতে ? আর শুন :—
অসম্ভব নহে এ স্বপন,
জ্ঞান হয় সত্যই ঘটন।
অপূর্ব্ব বিশ্বের খেলা,
অপূর্ব্ব যাদব লীলা ;
অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব যেন সব।

(আচম্বিতে পদ শব্দ শুনিয়া, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া সকলের স্থিতি।)

নকুল— (দূর হইতে অর্জ্জুনকে দেখিয়া)
সন্দেহ ভঞ্জন কাল এবে সমাগত,
শুনিবে সকল কাহিনী দেব!
অর্জ্জুনের মুখে, হওনা অস্থির আর।
ঐ হের আসে ভাই, পার্থ ধনুর্দ্ধর।

যুধি— আঃ! এতক্ষণে হইনু সুস্থির।

(ম্লানমুখে গীত গাইতে গাইতে অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

১ নং গীত।

অর্জ্জুন—আর কি ফল বল এ দুর্ব্বল ভুজে,
গাণ্ডীব তুলিতে নারি ছি! ছি!
মরি, মরি, লাজে।
মহা মহা রণে, যে গাণ্ডীব শরাসনে,
ঘন ধারাসম বাণে, ছেয়েছি গগন;
সে ধনু তুলিতে তনু,
কাঁপিছে হৃদয়ে বাজে।
এ সময়ে সখা, একবার দেও দেখা,
তোমা বিনে কুল মান, ভার হ'ল রাখা।
পার্থেরি সামর্থ্য ব্যর্থ, সর্ব্বমূল তুমি;
বীর সাজায়ে তারে, রেখেছিলে ধরা মাঝে।

যুধি—(স্বগত) হায়! হায়! সুস্থির হইনু কৈ?

অস্থির হইনু আর,

নিরখি অর্জ্জুন ভাব।

স্বপ্ন বুঝি এবে হ'ল যথার্থ ঘটন!

ভাল ভাব না হেরি এক্ষণে।

যাদব কুশল বার্ত্তা

অগ্রে জিজ্ঞাসি অর্জ্জুনে,

দেখি তার কি দেয় উত্তর।

(প্রকাশ্যে) পাণ্ডব ভরসা তুমি

অর্জ্জুন আমার,

দ্বারকার বার্ত্তা সব খুলে বল মোরে;

অস্থির হ'তেছে প্রাণ।

কহ, কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই

আছেন কেমনে,

সহ যত আত্মীয় স্বজন?

অর্জ্জুন—(স্বগত) রে দারুণ বিধি!

সে নিদারুণ কথা

বলাবি আমারে,

অহো! প্রাণ ফেটে যায়।

(ক্রন্দন।)

যুধি।— কেন ভাই কররে ক্রন্দন,

বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা

কে করে খণ্ডন।

অর্জ্জুন।— হায়, ধর্ম্মরাজ!
সে নিদারুণ কথা,
কহিতে তোমারে বিদরে বুক।
যাদব গৌরব রবি গেছে অস্তাচলে,
সহ যত আত্মীয় স্বজন।
বলদেব, যোগ বলে
ত্যজিলেন কায়,
হায়! হায়!
ব্রহ্মশাপে হ'ল এ দুর্গতি,
সখা হারা হ'য়েছি এখন।

যুধি।— হা সখা! হা কৃষ্ণ!
কোথা গেলে ছাড়ি,
অভাগা পাণ্ডবে।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

আর ২ সকলে। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! অহো! মরি, মরি!
কি দোষ করেছিনু ভাই,
তব শ্রীচরণে মোরা
না জানি কোন কালে।
তবে কি দোষে ত্যজিলে মোদের,
মোরা ভাগ্যহীন বান্ধব তোমার।
হায়! অন্তিম সময় ভাই,
না পেনু দর্শন;
এ দুঃখ রহিল অন্তরে।

ভাল কত বাসিতে পাণ্ডবে,
এই কিহে তার পরিণাম!

যুধি।— (মোহভঙ্গে রোদন করিতে করিতে।)
কৃষ্ণ বিনে কি হবে জীবনে আর।
ধন্য ভাই অর্জ্জুন আমার,
অন্তিম বিদায় কালে,
পাণ্ডব সহায় শ্রীমধুসূদনে ;
একাই হেরিলে তুমি।
আসন্ন সময় হরি,
কি বলেছেন ভাই, বলরে আমায় ?
রে কাল!
অগ্রেতে কেন গ্রাসিলি সখারে আমার,
না গ্রাসি পাণ্ডবগণে!
এ দারুণ বাণী, শুনিতে হইল কাণে,
রে কর্ণ! কেননা হইলে বধির।
আঁধার আঁধার ভুবন,
আঁধার আঁধার পাণ্ডব হৃদয় ;
কৃষ্ণলীলা অবসান এত দিনে।
আঁধার আনন্দপুরী দ্বারকা নগরী,
আঁধার এতিন বিশ্ব,
কৃষ্ণ বিনা সকলি আঁধার।
পাণ্ডবের নাহি দূর কাল,
আসন্ন সময় এবে সমাগত।
তুচ্ছ এ রাজ্য ভোগ, তুচ্ছ এ সংসার,

না হয় থাকিতে যেন এ পাপ ধরায় ;
বিনা কৃষ্ণধন কি ছার জীবনে সুখ ।
মন হওরে উদাস,
দিব বিসর্জ্জন তোরে ;
যথায় শ্রীকৃষ্ণ, চলরে ত্বরায় ।

অর্জ্জুন ।— হে পাণ্ডব প্রধান ।
সুবিজ্ঞ সুধীর তুমি এ ধরায় ।
কান্দিলে কি ফিরি পাবে
পাণ্ডবের প্রাণ শ্রীমধুসূদনে ?
শান্ত হও দেব, তোমার ক্রন্দনে,
অধীর হ'তেছে সব ভ্রাতৃগণ ।
তুমিই ভরসা আশা তাদেরি কেবল ।
পাণ্ডবের দর্প গর্ব্ব কৃষ্ণের কারণে,
কৃষ্ণ বিনা আজ, সে গর্ব্ব হইল চূর্ণ ।
যে অর্জ্জুন একদিন গাণ্ডীব সহায়ে
ছেয়েছে গগন । হায়রে !
(সে) অর্জ্জুন আজি অসক্ত গাণ্ডীব ধারণে
কৃষ্ণ রে ! বুঝেছি ভাই তোমারি ছলনা,
তুমিই হ'রেছ সখা পাণ্ডবের বল ।
হায় দেব ! অর্জ্জুন অভাগা,
না পেল হেরিতে তাঁর অন্তিম সময় ;
এ দুঃখ রহিল মনে আজীবন ।
হায় ! হায় !
শুনিনু স্বেচ্ছায় ত্যজিল তনু সখা ।

যদুকুলে ব্রহ্ম শাপ, অসম্ভব কথা!
দুর্ব্বাসারে উপলক্ষ করি,
হরিলেন যদুকুল প্রভাস তীর্থেতে।
হরি বিনা এ বংশ কে নাশে?
গড়াভাঙ্গা কার্য্যই তাঁহার।
মরিবার কালে সখা,
দারুকে ডাকায়ে কহেছিল,
শুনিনু পশ্চাতে যথা:—
"দারুক!
প্রাণসখা অর্জ্জুনে কহিও
যদি তনু যায় পূত প্রভাসের তীরে
অর্জ্জুন সে দেহ যেন করেন সৎকার
যদুনারীগণে আর করেন রক্ষণ।"
এখন সে মর্ম্মভেদী বাণী,
জাগিছে অন্তরে মম।
যেয়ে দেখি, যদুকুল ক্ষয়
প্রভাসের তীরে। কিন্তু, যাদব প্রধান,
অদূরে সমুদ্রতীরে বৃক্ষতলে
নিস্পন্দ শরীর হায়! মুদিত নয়নে।
হায়, দেব! সখা তরে কত যে কাঁদিনু,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মোহ হইল আমার;
পরে শান্ত হয়ে তাঁর, করিনু সৎকার।
যদুনারীগণে তুলিনু আপন রথে,
ল'য়ে যেতে দ্বারকা ভবন,

করিনু মানস।
হেনকালে দেব!
অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটন!
অকস্মাৎ আমারে রৈরৈ রবে,
ঘেরিল দস্যুগণ;
মহারণ বাধিল তখন।
পরাভবি মোরে, হরিল যাদবনারী—
অলঙ্কার সহ;
পালাইল যথা স্থানে।
নিশ্চল হইনু তবে, গাণ্ডীব তুলিতে
হইনু অক্ষম;
ধিক্ থাক্ কত দিনু আপনারে।
হেনকালে বেদব্যাসে হইল সাক্ষাৎ,
প্রণমি চরণে দেব!
জিজ্ঞাসিনু রহস্য ব্যাপার।
কহিলেন তিনি :—
'অর্জ্জুন! যোগবলে অন্তরে জেনেছি
সমস্ত ব্যাপার, মহা চক্রীর কৌশল।
ভুবন ঈশ্বর হরি, হরিলা ভূভার,
নর দেহ দিয়া বিসর্জ্জন, গিয়াছেন
বৈকুণ্ঠ আশ্রমে মিলিতে লক্ষ্মীর সনে।
দস্যু করে স্পৃষ্ট হ'য়ে যদুনারীগণ;
শিলাময়ী হইয়াছে অষ্টাবক্র শাপে।
শাপে বর এ সবার,

পাষাণে ঢালিয়া কায় ;
শাপ মুক্ত আত্মা এ সবার,
পশিয়াছে স্বর্গপুরে আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণ আর তোমাতে অভেদ,
তেঁই তুমি শক্তি হীন হইলে অর্জ্জুন,
দস্যুগণে পরাজিতে গাণ্ডীব ধারণে।
শক্তি তব মিশিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে,
তোমাতে নাহিক তুমি আর,
জীবন্ত জীবনে মৃত এবে তুমি।—

যুধি।— এতক্ষণে ভাই! জানিনু সকলি।
নতুবা কে পারে ধ্বংশিতে যদুকুল,
বিনা শ্রীমধুসূদন।
হে চক্রী! তোমার এ কাজ
জেনেছি এক্ষণে।
তবে কেন আর বৃথা খেদ করি,
চল যাই অন্তঃপুরে, কহিগে প্রিয়ারে,
যাদব নিগ্রহ কাহিনী।
মন ভাই হ'তেছে উদাস ;
মোদের ও বুঝি লীলা অবসান।
যা হ'ক্ করিব মন্ত্রণা পরে,
এবে যাই চল, বেলা বৃদ্ধি হয়।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

(যুধিষ্ঠির বেদিকোপরি উপবিষ্ট, চতুষ্পার্শ্বে ভ্রাতৃগণ ম্রিয়মাণে আসীন।)

— ভ্রাতৃগণ !
শোক বড় মর্ম্মভেদী।
কৃষ্ণ শোকে মম জর্জ্জরিত প্রাণ,
দিন দিন হীনবল, অন্তর কাতর সদা ;
রাজকার্য্য আর ভাল নাহি লাগে।
ইচ্ছা হয় পরিক্ষিতে দিয়া রাজ্যভার,
নির্জ্জন প্রদেশে যথা দুই চক্ষু যায়
যাই ছয় জন,
পঞ্চ ভ্রাতা আর যাজ্ঞসেনী সহ।
কালবশে চলে ত্রিসংসার,
কাল স্রোত বহে নিরন্তর ;
তাহে সন্তরণ দিতে সদা মন চাহে।
যুক্তি করি কহ ভ্রাতৃগণ !
তোমাদের কিবা মত ?

নকুল।— তব মতে মম মত,
যুক্তি কিছু নাহি বুঝি।

সহদেব।— কৃষ্ণ বিনে কি হ'বে সংসারে।
চল প্রভু! কোথা ল'য়ে যাবে,
বিলম্ব সহেনা আর।
অবাধ্য পাণ্ডব কভু নহে,
চাহ যদি প্রাণ দেব!
অবিলম্বে উপহার দিব তব পদে।

ভীম।— ধর্ম্মরাজ!
তব আজ্ঞাধীন চির দাস মোরা,
পালিয়াছি তব বাক্য এত দিন;
কেননা শুনিব আজি একি ভ্রম ভাই!
জ্যেষ্ঠ তুমি তাত,
পিতৃ সম মান্যবর তুমি এ সংসারে;
তব আজ্ঞা কোন মতে পারি কি লঙ্ঘিতে?
তুমি কর্ণধার এ বিপুল পাণ্ডুকুলে।
যথা ল'য়ে যাবে দাদা!
যাব তথা মোক্ষ পথ ভাবি।

অর্জ্জুন।— যুক্তি যুক্ত বাক্য তুমি কহিলে মধ্যম।
ভ্রান্তিবশে মগ্ন আজি ধর্ম্মরাজ,
কৃষ্ণ শোক তাঁর ভ্রান্তির কারণ।
ধর্ম্মরাজ! তব যুক্তি অকাট্য সংসারে,
কি কহিব যুক্তি মোরা,
তব কাছে মোরা অবোধ বালক।
যাহা শিখাইবে শিখিব তখনি,
যাহা আদেশিবে শির পাতি তাহা;

তখনি করিব পালন ।
মুক্তি বিনা যুক্তি নাহি বুঝি,
দেখাও মুক্তির পথ যাহা মোরা চাই ।
কৃষ্ণ বিনে উদাস হ'তেছে মন,
আঁধার অর্জ্জুন হৃদয় ।
চল যাই তাঁর ঠাঁই প্রাণ বিসর্জ্জিয়া,
হেরিয়া তাঁহারে জুড়াই নয়ন ভাই !
হউক সফল জীবন ।
অহো ! ভ্রমে অন্ধ মোরা ।
উদিল মানসে জাগি এক কথা :—
ভেবে দেখ দেব ! উচিত কি নয়,
বেদব্যাস সহ করিয়া মন্ত্রণা,
বিহিত যা হয় করিতে পশ্চাৎ ?

যুধি ।— উচিত মন্ত্রণা যাহা দিলে হে অর্জ্জুন,
পরম সন্তোষলাভ করিনু এক্ষণে ।
যাও ভাই অবিলম্বে
মহর্ষিরে মম জানায়ে প্রণাম,
সাথে করি আন হেথা ;
বিলম্বে নাহি প্রয়োজন ।

অর্জ্জুন ।— শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব দেব !
প্রভু ! বিদায় এক্ষণে ।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান ।

যুধি ।— ভাই বৃকোদর !
যাও অন্তঃপুরে ভাই,

সাথে করি পাঞ্চালীরে আন হেথা ;
আছে মম গূঢ় প্রয়োজন।

ভীম।— আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মানি,
আসি তবে প্রভু!

[ভীমের প্রস্থান।

(ভীম সহ দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

দ্রৌপ।— কহ নাথ! কি হেতু ডাকিলে অসময় ?

যুধি।— এস সুহাসিনি! বস বামভাগে মম,
কহিব পশ্চাৎ,
আছে কিছু গূঢ় প্রয়োজন।

দ্রৌপ।— কেন নাথ! করগো উতলা।
দয়া করি কহ অভাগীরে,
কিবা তব গূঢ় প্রয়োজন।
দিন দিন হেরি তোমা ম্রিয়মাণ,
রাজ-কার্য্যে সদা দেখি হেলা ;
বুঝেছি বুঝেছি নাথ!
কৃষ্ণ শোক তব, উদাস কারণ।
কহ দেব! স্পষ্ট করি দাসীরে এক্ষণে,
কিবা মনোরথ তব অবশ্য পালিব,
সুসাধ্য, অসাধ্য, কিছু নাহি ভাবি।

যুধি।— যথার্থ জেনেছ প্রিয়ে!
কৃষ্ণ শোক উদাস কারণ।
কাল হ'তে রাজকার্য্যে দিছি অবহেলা।

আর শুন প্রিয়ে ঃ—
পঞ্চ ভ্রাতা যুক্তি করি করেছি মানস,
রাজধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন,
পরিক্ষিতে সঁপি রাজ্যভার ;
সংসারের রোল যথা না উঠিবে কাণে,
দুই চক্ষু যায় যথা, যাব তথা সবে।
অথবা করেছি অন্য মত ;—
কালবশে চলে ত্রিসংসার,
কাল স্রোত বহে অবিরাম ;
তাহে ভেসে যাব মোরা পঞ্চ ভাই।
কৃষ্ণধন বিনে কি হ'বে জীবনে প্রিয়ে ?
তেঁই সতী ডাকিয়াছি তোমা,
কহ তব যুক্তি কিবা হয়,
অকপটে কহ মোরে।
অর্জ্জুনে প্রেরি'ছি,
মহামুনি বেদব্যাসে আনিতে এস্থানে,
এ বিষয় অগ্রে যুক্তি করি তাঁর সনে,
বিহিত যা হয় করিব পশ্চাৎ।

দ্রৌপ।— আজি একি, হেরি ভ্রম তব নাথ !
কৃষ্ণ শোকে বুঝি হ'য়েছ বিভ্রম ?—
তবে কোন্ হেতু যুক্তি মোরে জিজ্ঞাসিলে ?
যুক্তি কিছু না জানে অবলা।
চিরপরাধীনা মোরা এ সংসারে,
যথা লয়ে যা'বে নাথ ! যাইব অচিরে,

চিরসঙ্গিনী এ তব দ্রুপদনন্দিনী,
সুখে, দুখে, সর্ব্বস্থলে,
সম অংশভাগিনী তোমার ;
আপদ বিপদে তোমারি সহায়।

যুধি।— বড় তুষ্ট হৈনু প্রিয়ে!
এস হৃদয়েশ্বরি! হৃদয়ে রাখি তোমা।

(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গনে উদ্যত ও পরে পদশব্দ শুনিয়া স্থিতি।)

(অর্জ্জুনের সহ বেদব্যাসের প্রবেশ।)

(বেদব্যাসকে দেখিয়া সকলের সসম্ভ্রমে উত্থান ও প্রণাম করণ, ধর্ম্মরাজ নিজ দক্ষিণ ধারে আসন প্রদান।)

যুধি।— প্রণমামি মহামুনি! ওপদ পঙ্কজে,
সার্থক জীবন মম তব দরশনে।
কহ দেব! শরীর কুশল?

বেদ।— জয়স্তু রাজন্!
সমস্ত কুশল মম, তোমারি প্রসাদে।
ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মবলে জিনি ত্রিভুবন,
বাড়াইলে মান দেব! দরিদ্র ব্রাহ্মণে।
আশীর্ব্বাদ করি তোমা, যেন—
আসন্ন সময় থাকে হেন ধর্ম্মে মতি।
কহ বৎস!
কোন্ প্রয়োজন, সাধিতে হইবে মোরে?

যুধি।— তপোধন!
কিবা অগোচর তব নিখিল ভুবনে।
যোগবলে অন্তর্যামী প্রভু!
অবশ্য জেনেছ মম অন্তরের ভাব।
তবে কেন এ প্রপঞ্চ দাসে?
ক্ষুদ্র আমি, কি সাধ্য আমার,
কহিতে সক্ষম তব কাছে;
নিজগুণে ভক্তিবারি পানে,
তৃপ্ত না হইলে ঋষিরাজ!

বেদ।— ধৰ্ম্মরাজ!
যোগ বলে জেনেছি তব অন্তরের ভাব।
মনোরথ হ'বে তব অবশ্য পূরণ।
কিন্তু স্পষ্ট করি খুলে বল মোরে,
বিহিত বিধান যাহা দিব হে পশ্চাৎ।

যুধি।— হে মহামুনি!
কৃষ্ণ শোকে মম জর্জ্জরিত প্রাণ।
রাজ কার্য্য আর ভাল নাহি লাগে।
তেঁই পঞ্চ ভ্রাতা করেছি মানস,
রাজ্য-সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
পাঞ্চালীরে সাথে ল'য়ে নির্জ্জন প্রদেশে
যথা চক্ষু যায়, যাব ছয় জনে।
কহ তপোধন!
কত দিন ধরি দেহ ভার,
কত দিন আর সংসার মায়ায়,

রব বদ্ধ মোরা ?
কত দিন আর যাদব বিরহ,
সহিতে হইবে ভবে ?
মুখে হরি হরি দেশে দেশে ফিরি,
কাঁদিব ফিরিব আর কত দিন ?

বেদ।— সুযোগ্য মানস তুমি করেছ রাজন্ !
আমার তাহাতে কিছু নাহি অন্য মত।
ভুবন ঈশ্বর হরি, হরিলা ভূভার,
নর দেহ দিয়া বিসর্জ্জন গিয়াছেন,
বৈকুণ্ঠ আশ্রমে, মিলিতে লক্ষ্মীর সনে ;
তাঁর তরে শোক করা না হয় বিহিত।
ত্যজি শোক, শান্ত হ'য়ে শুন ধর্ম্ম রায় !
পূর্ব্বেতে প্রেতক্রিয়া তাঁর কর সমাপন,
শ্রাদ্ধাদি তর্পণে যথা বিধি মতে।
বলদেব সহ আর যত যদুকুলগণে,
স্বর্গীয় স্বজন শ্রাদ্ধ করি সমাপন,
যৌবরাজ্যে অভিষেক কর পরিক্ষিতে।
বসায়ে তাহারে তুমি কৌরব আসনে,
কৃষ্ণ পৌত্র বজ্রে দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ ভার,
মহর্ষি ব্রাহ্মণে তুষি বিধিমতে ;
দরিদ্র কাঙ্গালে কিছু করি ধন দান,
প্রজাগণে শান্ত করি শিষ্টাচারে ;
বিদায় লহ হে বৎস ! সবার নিকট,
শেষ দেখা দেখি সবে, করিবে প্রস্থান।

মনোবাঞ্ছা ধর্ম্মরাজ ! অবশ্য পূরিবে ।
কিন্তু আর না করি বিলম্ব,
দ্রব্যাদি শীঘ্রই কর আয়োজন ।
আসিছে কলির রাজ্য অতি ভয়ঙ্কর,
পাপে মগ্ন এ পৃথিবী হইবে অচিরে ;
যদুবংশ ধ্বংশ পরে দ্বাপরের শেষ ।
মনে যেন থাকে দেব ! ব্রাহ্মণ মন্ত্রণা ;
বিদায় রাজন্ ! এবে আসি হে এক্ষণে ।

যুধি ।— ভুলনা কিঙ্করে প্রভু !
অবিলম্বে মনোরথ পূরে যেন মম ।
এস দেব ! প্রণমি এক্ষণে ।

বেদ ।— দরিদ্র ভাবিয়ে যদি ভুল তুমি কভু,
ভুলিবে না তোমা কভু দরিদ্র বাহ্মণ ;
পূর্ণ মনোরথ তব হইবে অচিরে ।

[বেদব্যাসের প্রস্থান ।

যুধি ।— ভ্রাতৃগণ !
বিলম্বিতে আর নাহি প্রয়োজন ।
ফল, ফুল, দ্রব্যাদি যত,
শীঘ্র কর আয়োজন ।
কল্য শুভ দিনে করিয়ে সংযম,
পরশ্বে, যাদব আর আত্মীয়বর্গের
শ্রাদ্ধাদি তর্পণ সমাপন করি,
চতুর্থ দিবসে বল্কল পরিধানে

ছয় জনে যোগীবেশে করিব প্রস্থান।
ভাই সহদেব! বল্কল আনায়ে রেখ।
সেই দিন যাদবের শেষের ভরসা,
বজ্রে আনিও সভায়;
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসন অর্পিব তাহারে।
পরিক্ষিত আর বজ্র মিলি অবশিষ্ট
যাদব কৌরবে শাসিবে,
ধর্ম্ম মতে দুইজনে।
বৎস নকুল!
মহর্ষি ব্রাহ্মণগণে কর নিমন্ত্রণ,
শ্রাদ্ধ দিনে ভোজনের হেতু।
সেই দিন যত্ন করি করায়ে ভোজন,
প্রচুর দক্ষিণা সবে দিবে জনে জনে।
ভাইরে অর্জ্জুন!
দূত প্রেরি নগরে নগরে প্রজাগণে
করহ ঘোষণা,
"যুধিষ্ঠির বেদব্যাসে করিয়ে মন্ত্রণা;
আর তিন দিন পরে
পরিক্ষিত আর বজ্রে দিয়ে রাজ্যভার,
পঞ্চ ভ্রাতা আর যাজ্ঞসেনী সহ,
তোমা সবাকার কাছে বিদায় লইয়ে;
হস্তিনা ত্যজিয়ে সবে করিবে প্রস্থান।
আর কহিও সবারে—
কৃষ্ণ শোক তাঁর উদাস কারণ,—

তেঁই সেই দিনে যেন সবে
রয় উপস্থিত।
মহর্ষি ব্রাহ্মণে আর তোমা সবাকারে,
শেষ দেখা দেখি তাঁর ইহাই বাসনা।"
ভাই বৃকোদর!
এ বারতা দিয়ে অন্তঃপুরে
নারীগণে তথা করিবে সান্ত্বনা,
নশ্বর জগৎ বলে বুঝাবে সবারে,
কিন্তু সেই শেষ দিন ভাই
শান্ত-বাক্যে তুষ্ট করিবে প্রজায়,
যাও তবে ভাতৃগণ, স্বকার্য্য সাধনে।

ভ্রাতৃগণ।— শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব প্রভু!
স্বকার্য্য সাধনে মোরা হইগে তৎপর।

[চারি ভ্রাতার প্রস্থান।

যুধি। (দ্রৌপদীকে নিঃশব্দ কাঁদিতে দেখিয়া)
মায়া, মোহ, রাজ-সুখে, দেও বিসর্জ্জন ;
চল প্রিয়ে যাই অন্তঃপুরে ;
কি হ'বে কান্দিলে বৃথা,
নশ্বর জগৎ, আর সকলি নশ্বর!

[যুধিষ্ঠির সহ দ্রৌপদীর প্রস্থান।

পট ক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ।

চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারি রক্ষক বেষ্টিত, একদিকে যাদব ও কৌরব-নারীগণ ও অপরদিকে মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ; প্রজাগণে সভামন্দির লোকারণ্য, মধ্যে দুইখানি রত্ন সিংহাসন স্থাপিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডধর, ছত্রধর, চামরধর, কিঙ্করগণ দণ্ডায়মান। সিংহাসন সম্মুখে স্বর্ণ বেদিকায় শঙ্খ, মাল্য আর পুষ্প চন্দনে পরিপূর্ণ ও তাহার নিকট দুইটী রাজমুকুট ও দুইটী রাজদণ্ড স্থাপিত। রাজপরিচ্ছদ ভূষিত পরিক্ষিত ও বজ্র, রাজসিংহাসন সম্মুখে নম্রভাবে আসীন। তন্নিকটে একটী আসনোপরি বল্কল ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদি শোভমান।

(পঞ্চ ভ্রাতা সহ দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাৎ বেদব্যাস, নারদ ও কতিপয় ঋষিগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

২নং গীত।

ঋষিগণ।— হরিবোল হরিবোল, বল সবে ওরে নর
যাবে যদি ভবসিন্ধু পার।

ডাক হরে মুরারে, পাপ যাবে দূরে,
হইবে হরষিত অন্তর।
ঘোর মায়াজালে, রহে'ছ কি ভুলে,
হ'য়ে উন্মাদ, বিষয় ভোগে ;
বিষয় সুখ ত্যজি, হরি হরে ভজি,
দ্যুলোক থাক যথা অমর।

যুধি।— বৎস বজ্র, পরিক্ষিত!
সভাজনে উভে মিলি করহ প্রণাম।

(উভয়ের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

সভাজনে শুন :—
বেদব্যাসে সত্য কৈনু পার,
ধারি কার ধার আর ভবে ?
এ জীবনে আইল যামিনী,
ভব-পন্থা ভ্রমি, শ্রমযুক্ত কলেবর।
হে মহর্ষি! পূর্ণ কাম মম,
ভবার্ণবে হ'ব শীঘ্র পার ;
যেন মায়া পাশে আর, না বাঁধ আমায়।
আজি হ'তে ভিখারী পাণ্ডব,
পরিক্ষিত, বজ্রে, দিনু রাজ্যভার ;
লভহ বিরাম সবে সভাস্থলে।
হে প্রেয়সি!
আর কি ভুলাতে পার ?

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ।

চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারি রক্ষক বেষ্টিত, একদিকে যাদব ও কৌরব-নারীগণ ও অপরদিকে মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ; প্রজাগণে সভামন্দির লোকারণ্য, মধ্যে দুইখানি রত্ন সিংহাসন স্থাপিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডধর, ছত্রধর, চামরধর, কিঙ্করগণ দণ্ডায়-মান। সিংহাসন সম্মুখে স্বর্ণ বেদিকায় শঙ্খ, মাল্য আর পুষ্প চন্দনে পরিপূর্ণ ও তাহার নিকট দুইটী রাজমুকুট ও দুইটী রাজদণ্ড স্থাপিত। রাজ-পরিচ্ছদ ভূষিত পরিক্ষিত ও বজ্র, রাজ-সিংহাসন সম্মুখে নম্রভাবে আসীন। তন্নিকটে একটী আসনোপরি বল্কল ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদি শোভমান।

(পঞ্চ ভ্রাতা সহ দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাৎ বেদব্যাস, নারদ ও কতিপয় ঋষিগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

২নং গীত।

ঋষিগণ।— হরিবোল হরিবোল, বল সবে ওরে নর
যাবে যদি ভবসিন্ধু পার।

ডাক হরে মুরারে, পাপ যাবে দূরে,
হইবে হরষিত অন্তর।
ঘোর মায়াজালে, রহে'ছ কি ভুলে,
হ'য়ে উন্মাদ, বিষয় ভোগে ;
বিষয় সুখ ত্যজি, হরি হরে ভজি,
দ্যুলোক থাক যথা অমর।

যুধি।— বৎস বজ্র, পরিক্ষিত !
সভাজনে উভে মিলি করহ প্রণাম।

(উভয়ের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

সভাজন শুন :—
বেদব্যাসে সত্য কৈনু পার,
ধারি কার ধার আর ভবে ?
এ জীবনে আইল যামিনী,
ভব-পন্থা ভ্রমি, শ্রমযুক্ত কলেবর।
হে মহর্ষি ! পূর্ণ কাম মম,
ভবার্ণবে হ'ব শীঘ্র পার ;
যেন মায়া পাশে আর, না বাঁধ আমায়।
আজি হ'তে ভিখারী পাণ্ডব,
পরিক্ষিত, বজ্রে, দিনু রাজ্যভার ;
লভহ বিরাম সবে সভাস্থলে।
হে প্রেয়সি !
আর কি ভুলাতে পার ?

প্রেম হাসি তব, আর নাহি মানি।
বৎস দুইজন!
আজি মোর সার্থক জীবন,
বস দুয়ে ভিন্ন সিংহাসনে।

যুধিষ্ঠির হস্ত ধারণপূর্ব্বক উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কপালে রাজটীকা ও গলে মাল্য দিয়া পরে শিরে মুকুট ও করে রাজদণ্ড প্রদান।

(সভামধ্যে শঙ্খধ্বনি ও আনন্দরব উত্থান।)

বৎস পরিক্ষিত!
পাণ্ডুকুল অবতংশ তুমি।
সত্যমাত্র এ বংশ আশ্রয়,
ধর্ম্ম মতে শাসিবে হস্তিনা,
দেখ যেন একুলে না স্পর্শে মলা।
যাদব ভরসা তুমি বজ্র মতিমান!
বংশের আকর তুমি বৃষ্ণিকুলে
কি কব তোমায় বৎস, নহে শিশু মি;
ধর্ম্মমাত্র করিয়ে আশ্রয়,
শাসিবেক ইন্দ্রপ্রস্থ।
দেখ যেন এ বিপুল বৃষ্ণিকুলে,
না রটে কলঙ্ক কভু।
বৎসে সুভদ্রে!
তুমিই গৃহিনী রবে এসংসারে,
এই দুইজনে যত্নে করিও পালন।

শুন যুযুৎসু !
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা রবে এ সংসারে,
নাম মাত্র এ দুই রাজন্।
তব ভার এই দুইজনে,
যত্ন করি করিবে রক্ষণ।
শুন প্রজাগণ !
যদ্রূপ মানিতে মোরে,
তদ্রূপ মানিবে এই দুইজনে।

প্রজাসকলে—তুমি পিতা অবর্ত্তমানে,
পিতা মোদের হইল দুজনে।
তাহে দ্বিধা কভু,
না করিও প্রভু ;
তব বাক্য অবশ্য মানিব।

যুধি।— বৎসগণ !
মহর্ষি ব্রাহ্মণে আর প্রজাগণে,
যথাসাধ্য ধন, ধান্য, ফল, মূল,
বস্ত্রাদি, সানন্দে কর বিতরণ।

(চারি ভ্রাতা দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়া যুধিষ্ঠির পার্শ্বে নম্রভাবে দণ্ডায়মান।)

প্রজাগণ।— পরিতৃপ্ত আজি বড় মোরা,
ধর্ম্মরাজ !
জয়জয়কার হউক তোমার।

ঋষিগণ।— ধর্ম্মরাজ !

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক তব।
ধর্ম্মবলে সশরীরে হও স্বর্গবাসী।
রাজলক্ষ্মী তব বংশ পরম্পরা,
রহে যেন মূর্ত্তিমতী চির দিন।

যুধি।— (পরিক্ষিতকে কৃপাচার্য্যের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক)

শুন আচার্য্য প্রধান!
বৎস পরিক্ষিতে সঁপিনু তোমায়,
অস্ত্র বিদ্যা, ধর্ম্ম শিক্ষা, শিখাও ইহারে।
সভাজন! মন্তব্য আমার যাহা
কহিতেছি শুন :—
এ পরমকালে কহি জনস্থলে,
যদি কোন দিন মোরা ছয়জনে,
কার কাছে দোষী হ'য়ে থাকি,
অকপটে তিনি করুন মার্জ্জনা।
পাণ্ডবের এই ভিক্ষা শেষ!

সকলে।— হে ধর্ম্মরাজ!
পাণ্ডবগণ কোন দিন,
নহে দোষী মোদের নিকট;
ধর্ম্মবলে চিরজয়ী তোমরা ভুবনে।

যুধি।— ভ্রাতৃগণ! বিলম্বিতে নাহি প্রয়োজন।
বল্কল পরিয়ে, যোগীবেশ ধরি,
নিজ নিজ অস্ত্র সাথে;
বিদায় লইতে সবে হও অগ্রসর।

(ছয়জনে বল্কল পরিধানপূর্ব্বক স্ব স্ব অস্ত্রাদি লইয়া
ম্লানমুখে বিদায় গ্রহণ। সভাস্থ সকলের দুঃখ
প্রকাশ, প্রজাগণের হাহারব ও কামিনী-
গণের করুণ চীৎকার।)

যুধি।— কামিনীগণ!
যাও অন্তঃপুরে তোমরা সকলে,
ক্রন্দন বিহিত নহে যাত্রার দিবসে।
দুই চারি দিন পরে, সবে ভুলে যাবে,
নশ্বর জগৎ এবে জানিবে নিশ্চয়।

[ক্রন্দন করিতে করিতে কামিনীগণের প্রস্থান।]

সভাজন!
শেষ দেখা এই পাণ্ডবের।
গুরুজনে করিগো প্রণতি,
প্রিয়জনে করি আশীর্ব্বাদ ;
চিরসুখি হ'য়ে থাক এ বিপুল ভবে।
বিদায় দেওগো সবে সভাজন!
যাই মোরা তবে বনাশ্রমে।

(সভামন্দির হইতে পাণ্ডবসহ দ্রৌপদীর আস্তে আস্তে
বহির্গমন ও তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণ, ঋষিগণ ও প্রজাগণের
দুঃখ প্রকাশ ও ক্রন্দন করিতে করিতে গমন।
কামিনীগণ সভাগৃহ হইতে যাইয়া কেহবা
রাজবাটীর ছাদে উঠিয়া কেহ গৃহ মধ্য
হইতে করুণস্বরে রোদন।)

কামিনীগণ।—(ক্রন্দন স্বরে)

যেওনা—যেওনা—ধর্ম্মরাজ !
ফের—ফের—সবে আপন আলয়ে।
অভাগিনীগণে হায় !
অকূল পথারে ফেলি
কোথা যাও নরনাথ !
অবলা প্রার্থনা দেব ! রাখ এবে আসি।
তোমার বিহনে মোরা প্রাণহীনা হ'ব,
এই কিগো ধর্ম্ম শিক্ষা তব,
রাজা যুধিষ্ঠির !
নিষ্ঠুর হ'ও না কভু, ফের নিজ ঘরে।
ওহো ! তোমা বিনা মোদের কে আছে আর,
এ তিন ভুবনে ?
বার বার করি মানা,
অবলায় দগ্ধ করি যেওনা—যেওনা।
ধর্ম্মরাজ নামে তব কলঙ্ক যে হ'বে ?
হায় ! হায় !
অভাগিনীগণে আজি অশুভ প্রভাত।
কোথা গেলে নাথ ! না হেরি তোমায়।
অবলা সহায় তুমি,
অবলার গতি কি করিলে আজি দেব !
নিশ্চয় জানিও ধর্ম্মরাজ !
তব বিনা এ হস্তিনা হইবে শ্মশান।

দ্রৌপদী।— ঐ শুন অদূরে নাথ !

হায় ! কুলবালাগণ,
অবিরত করিছে ক্রন্দন,
তোমার বিহনে।
অস্থির হ'তেছে মন ;
কি করি, কি করি,
চল যাই ফিরি; আপন আলয়ে ।
হস্তিনা ঈশ্বর বিনা,
আঁধার সে পুরী ;
তব বিনা সে নগরী হইবে শ্মশান ।
ক্রন্দনের রোল নাথ !
তোমারি কারণ ।

যুধি ।— অবলা, সরলা, তুমি বিধুমুখি !
তুচ্ছ শোকে ক্লান্ত জানি, রমণীর মন ।
মায়া পাশে বদ্ধ প্রিয়ে ! হইলে এক্ষণে ?
ছিন্ন কর সে বন্ধন,
ক্রন্দনে দিওনা মন,
চল প্রিয়ে ! মম সাথে ।

ঋষিগণ ।— ধর্ম্মরাজ ।
মোরা আসি হে এক্ষণে ।

যুধি ।— কিঙ্করে ভুলনা প্রভু !
এস বিপ্রগণ ! প্রণমি এক্ষণে ।

[ঋষিগণের প্রস্থান ।

ভ্রাতৃগণ !
মায়া ঘোরে প্রাণ প্রিয়ে হ'তেছে কাতরা,

দ্রুতগতি চল সবে যাই,
ত্যজিয়া হস্তিনাপুরী।

ভ্রাতৃগণ।— চল দেব! শীঘ্রগতি সবে,
বিলম্বিলে কার্য্য হানি বিজ্ঞের বচন।

[পাণ্ডবসহ দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী নাগরিক কুক্কুরের প্রস্থান।

প্রজাগণ সকলের পশ্চাৎ হাহাকার করিতে করিতে গমণ ও করুণ সঙ্গীত।

৩নং গীত।

প্রজাগণ।— ধর্ম্মরাজ কোথা যাও ছাড়ি প্রজাগণে,
তব বিচ্ছেদ স'য়ে, কেমনে বাঁচি পরাণে।
ত্যজি রাজ আভরণ, পরি বাকল ভূষণ,
করিলে বনে গমন, কিসের কারণে।
সদা সঙ্গে তুমি ছিলে, কি সুখ, কি দুখ কালে,
তোমা ধনে হারাইলে, কি কাজ জীবনে।
প্রজার তুমি যে প্রাণ, করিলে তুমি পয়ান,
রবেনা মোদের প্রাণ, জানিতেছি মনে।
বৃথা জনম মোদের, পেলেম দুখ অপার,
মোরা হ'তে দুখি আর, কে আছে ভুবনে।

[সকলের প্রস্থান।

পট ক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(পঞ্চ পাণ্ডবসহ দ্রৌপদী ও একটী কুক্কুরের প্রবেশ।)

ভীম।— দূরহ রে অস্পৃশ্য পশু!
সবে চলে গেল. তথাপি তুই,
না ছাড়িলি সঙ্গ মোদের?
(গদা প্রহারে উদ্যত।)

যুধি।— আহা, হা! কর কিহে ভীম!
আশ্রিত জীবেরে দণ্ড না হয় বিহিত।
ছাড়ি দেও ঐ নির্দ্দোষী জীবে,
যথা ইচ্ছা আসুক মোদের সনে।

ভীম।— যথা আজ্ঞা প্রভু!
(কুক্কু, প্রতি) ধর্ম্মের সহায়ে আজি পেলি পরিত্রাণ,
নতুবা শমন কবলে পড়েছিলি আজি।
আয়রে অধম জীব! আমাদের সাথে।

(পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কুকুরের গমন।)

অর্জ্জুন। (স্বগত) আহা! প্রকৃতির শোভা হেরি মনোহর,
রাজ সুখ তুচ্ছ ইহার নিকটে।

(প্রকাশ্যে) কহ ধর্ম্মরাজ!
অগ্রে কোন্ দিকে যাবে?

যুধি।— ভ্রাতৃগণ!
দ্রুতগতি পূর্ব্বদিকে চল সবে।

[সকলের প্রস্থান।

পট ক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন পথ।

(পাণ্ডবসহ দ্রৌপদী ও কুক্কুরের প্রবেশ।)

যুধি।— (দ্রৌপদীকে ক্লান্ত হেরিয়া:—)
ভ্রাতৃগণ!
পথশ্রমে যাজ্ঞসেনী হ'তেছে কাতরা,
ক্ষণেক বিরাম সবে লভ বটতলে।

(বটবৃক্ষতলে সকলের উপবেশন ও যুধিষ্ঠিরের পদতলে কুক্কুরের শয়ন।)

(কুকুরের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে)
ভাই ভীম! সেই দিন এ শান্ত জীবেরে,
গদাঘাত করিবারে হইলে উদ্যত।
কিন্তু এর সম শান্ত প্রভু ভক্ত জীব,

না আছে জগতে আর।
প্রাণ দানে উপকার করে প্রভু জনে,
হিংস্রক, চৌর্য্যের এরাই শমন।
অসময়ে উপকার লাগে এই জীবে,
অযত্ন ইহারে তুমি করনা কথন ;
যতন করিবে সদা আমার আদেশ।

(কুকু, প্রতি) বনবাসী প্রভু তব কি দিবে আহার,
খাদ্য অন্বেষণে তুমি যাও জীব নিজে।

[খাদ্যানুসন্ধানে কুকুরের প্রস্থান।

ভীম।— তব আজ্ঞা মতে দেব!
যতনে অবশ্য তারে করিব রক্ষণ।

যুধি।— ফল আহরণে এবে যাও ভ্রাতৃগণ!
আহারান্তে তৃপ্ত হ'য়ে করিব প্রস্থান।

[ভ্রাতৃগণের প্রস্থান।

যুধি।— আমার কারণ প্রিয়ে! কত যে যন্ত্রণা,
ভুঞ্জিতেছ প্রতি দিন কহিব কেমনে।
উপবাসে, পথশ্রমে, সূর্য্যের কিরণে,
শুখায়েছে বিধুমুখি! ও বিধুবয়ান।
কঙ্কর লোষ্ট্রের ঘায়ে, বিক্ষত চরণ,
অবিরত রক্তস্রোত বহিছে সঘনে ;
হেরিয়ে অন্তরে কত হ'তেছে বেদনা।
যে রমণী অন্তঃপুর হ'তে,
কভু না হ'ত বাহির,

চির রাজভোগে যেবা কাটাল জীবন,
তাহার অদৃষ্টে বিধি,
হায়! এই লিখেছিলে!
কেনলো প্রেয়সি!
হ'লে পাণ্ডব গৃহিণী,
নতুবা এ হেন যন্ত্রণা কভু,
না হ'ত ভুঞ্জিতে।
পরজন্মে কোন্ পাপ, না জানি করিলে,
প্রায়শ্চিত্ত এবে তার হ'তেছে এখন।

দ্রৌপ।— নাথ! কষ্টই রমণী ভূষণ।
কষ্ট হেতু জন্ম মোদের জগতে।
বিপদে সহিষ্ণু হ'তে জানে গো অবলা,
তব সাথে কোন কষ্ট না জানি কখন;
তুমি যথা মম স্বর্গ তথা।
জগতে পুরুষজাতি পরম সৌখীন,
তবে কহ দেখি নাথ!
এ হেন যন্ত্রণা তুমি সহিছ কেমনে?
তুমি যদি পার নাথ!
এ কিঙ্করী তব, কেননা পারিবে?
থাক্ ও সকল কথা,
মম তরে কেন বৃথা হ'তেছ কাতর।
হের গো নয়নে নাথ!
কিবা মনোহর,
প্রকৃতির চারু শোভা এই স্থলে।

তাপস মোহন স্থান নির্জ্জন কানন,
বসন্ত মলয়ানিল বহে মৃদু মৃদু,
ফল ফুলে নত যত এ পাদপ শ্রেণী :
ভ্রমর ভ্রমরী আর যত অলিগণ,
গুঞ্জে গুঞ্জে পুষ্প দলে আনন্দে ছুটিছে।
পাপিয়া, কোকিল, আর সুনাদী বিহঙ্গ,
শাখে শাখে বসি কিবা! ঢালিছে সুস্বর।
বনবাসী তাপসের উপযুক্ত স্থান,
এহেন সুরম্য স্থল পরিহরি ;
রাজসুখে আর মম নাহি প্রয়োজন।

যুধি।— যথার্থ ক'হেছ প্রিয়ে!
আহা! মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি সুন্দরী সদা,
অবিরত হাসিছে এ স্থলে।
এ হেন মানস মোহন স্থান,
না হেরেছি কভু মোরা ;
রাজসুখ তুচ্ছ ইহার নিকটে।
হে সুলোচনে! বহু দিন না শুনিনু,
সংগীত তোমার ও বিধু বদনে,
এ মিনতি সতী, পুরাও মনের সাধ,
আজি এ নির্জ্জনে।

দ্রৌপ।— দুঃখের সময় নাথ! সংগীত কি আসে,
সংগীতের হায়! এই কি সময়?
বনবাসীর আনন্দে নাহি প্রয়োজন।
বাসনা তোমার প্রভু! অবশ্য পূরাব,

কিন্তু এই শেষ গীত মম,
এ দুঃখের দিনে।
(ক্ষণেক চিন্তা) এ সময় কোন্ গান দেখি ভাল লাগে।
গাই তবে শুন নাথ! প্রকৃতির গান।

যুধি।— ভাল প্রিয়ে!
তাই গাও এবে।

৪ নং গীত।

প্রকৃতির কিবা শোভা কর নাথ দরশন,
নিরখি পুলকে মন, সুখনীরে নিমগন।
ফুটেছে কুসুম বালা, কানন করিয়ে আলা,
মধুপিয়ে মাতোয়ারা গুঞ্জরিছে অলিগণ।
নব পল্লবপরে বিহগ বিহগী বিচরে
শ্রবণ মন জুড়ায়ে তুলিছে তরল তান।
সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতেছে ফুল মধু
প্রকৃতি প্রমোদে হাসে আমোদে মাতায়ে মন।

(অগ্রে অগ্রে কুকুর ও পশ্চাৎ চারি ভ্রাতার প্রবেশ।)

যুধি।— এস জীব!
ক্ষণেক লভহ বিরাম এই স্থলে।

(যুধিষ্ঠির নিকট কুকুরের শয়ন।)

ভ্রাতৃগণ।— (ফল প্রদান)
লহ দেব! মিষ্ট ফল।
তৃপ্ত হয়ে অগ্রে প্রভু!

করুন ভোজন,
প্রসাদ পশ্চাৎ মোরা লব অংশ করি।

যুধি ।— ভ্রাতৃগণ! মম হেতু তোমরা সকলে
অনিবার বহু কষ্ট সহিতেছ হায়!
অনশনে, পথশ্রমে, প্রচণ্ড কিরণে,
সুখায়েছে ফুল্লমুখ তোমা সবাকার ;
হেরিয়ে অন্তরে মম হতেছে বেদনা।

ভীম ।— হে আর্য্য প্রধান!
জ্যেষ্ঠের আদেশ রক্ষা অনুজের কাজ,
সেই হেতু বৃথা ভাই হওনা চিন্তিত।
তোমার প্রসাদে মোরা কভু না অসুখী,
জীবন সফল ভাবি পালি তবাদেশ,
আনন্দ বর্দ্ধন হয় ভাবি মনে মনে।
অলস করিয়ে যদি আদেশ না পালি,
অনন্ত নরক বাস মোদের ললাটে।
ধর্ম্মরাজ!
ধর্ম্ম শিক্ষা মোদের তোমারি নিকটে,
তোমারি প্রসাদে প্রভু! রক্ষিবারে
আর্য্যমান,
ভুবনে বিদিত আছি বহুদিন।

যুধি ।— ভাই বৃকোদর!
আমার ভরসা আশা তোমরা কেবল।
বেলা বৃদ্ধি হয়, এস ভ্রাতৃগণ!
আহারান্তে তৃপ্ত হয়ে করিব প্রস্থান।

(যুধিষ্টির কর্ত্তৃক ফলাদি সমভাগে বণ্টন। সকলের
আহারে উপবেশন, আহারান্তে
পরে সকলের ক্ষণেক বিশ্রাম।)

যুধি।— হে বট বৃক্ষ! তুমি তরুকুল স্বামী।
পথ শ্রমে লয়েছিনু তোমার আশ্রয়,
রবির প্রখর করে দিলে ছায়া দান।
অকৃতজ্ঞ নর নহে এ তব আশ্রিত,
যেই তরু ছায়া তলে জুড়াই জীবন,
সেই তরুমূল পুনঃ কাটিতে বাসনা।
চির ঋণী তব কাছে অভাগা পাণ্ডব,
বিদায় যাচিছি এবে আসি ছয় জনে।
ভ্রাতৃগণ! অপরাহ্ণ সমাগত এবে,
বিশ্রাম লভিনু সবে হেথা বহুক্ষণ;
কি কাজ এস্থলে আর।
উঠ সবে অন্যস্থলে করিয়ে গমন,
বিরাম লভিব পুনঃ ক্ষণেক তথায়।

সকলে।— আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য প্রভু!

(সকলের প্রস্থান।)

পট ক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

লোহিত সমুদ্রোপকূল ।

(বেলা ভূমির চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত ও শিলা খণ্ড পতিত ।)

[পাণ্ডবসহ দ্রৌপদী ও কুক্কুরের প্রবেশ ।

যুধি ।— উল্লঙ্ঘি সাগর, নদ, নদী, বহু দেশ
এইত আইনু মোরা সমুদ্রোপকূলে ;
এক পদ চলিবারে দ্রৌপদী অক্ষম,
পরিশ্রান্ত সবে মোরা হ'তেছি বিস্তর,
গলদঘর্ম্ম এ সবার হ'তেছে বাহির,
এই শিলা খণ্ডে সবে লভহ বিরাম ।

শিলাখণ্ডে সকলের উপবেশন ও কুকুরের নিম্নে শয়ন ।

অর্জ্জুন ।— বিশ্রাম লভিয়ে দেব ! কোন্ পথে যাবে ?

যুধি ।— মহী পর্য্যটনে মোর আছে হে বাসনা,
পূর্ব্বদিক্ পর্য্যটন হ'ল সমাপন,
এবার দক্ষিণ ভাগে করিয়ে গমন,
লবণ সমুদ্রকূলে হব উপনীত,
ফিরিব সে স্থল হতে পশ্চিম প্রদেশে,
প্লাবিত দ্বারকা দশা নিরখি নয়নে,
উত্তর প্রদেশে তবে করিয়া গমন,

হিমালয় গিরি শৃঙ্গে উঠিয়া সকলে,
প্রকৃতির চারু শোভা করি সন্দর্শন,
তথা হতে ক্রমাগত ভ্রমিয়া সকলে,
বালুকা সমুদ্র পারে হব উপনীত,
অতিক্রমি সে সমুদ্র সুমেরু পর্ব্বতে,
করিব প্রস্থান তথা মোরা ছয় জনে,
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হবে আমা সবাকার।

ভীম।— কহ দেব! এ সমুদ্র কিবা নাম ধরে?

যুধি।— লোহিত সলিল তাই,
লোহিত সমুদ্র নামে খ্যাত চরাচরে।
রঞ্জিত শীতল নীর আহা! মনোহর,
সুমন্দ হিল্লোলে কিবা করে টলমল।

(সহসা সমুদ্র গর্ভ হইতে জ্যোতিঃ প্রকাশ।)

সকলে (সচকিতে)
হের দেব! অপূর্ব্ব ঘটনা!
সহসা সমুদ্র গর্ভে জ্যোতিঃ প্রকাশ,
না জানি ইন্দ্রজাল কি দেবের ছলনা।

যুধি।— ভ্রাতৃগণ!
আশ্চর্য্য ঘটনা বটে!
কিন্তু ভয় হয় পাছে,
যক্ষ, রক্ষ, দানবের, হয় বাসস্থান।
তবে ত মঙ্গল নহে কাহার এ স্থলে?
মোদের কারণ বুঝি মায়া বিস্তারিয়া,

করিছে এ হেন সবে ভীতির কারণ ;
উপলক্ষ সে সবার নাশিতে মোদের।
এ স্থলে বিশ্রামে আর নাহি প্রয়োজন,
দ্রুতগতি চল সবে করি হে প্রস্থান ;
নতুবা শঙ্কটে মোরা পড়িব অচিরে।

(সকলের শীঘ্র উত্থান ও প্রস্থানে উদ্যত।)

সহসা অগ্নিদেবের আবির্ভাব ও পর্ব্বতাকারে সকলের সম্মুখে পথরোধপূর্ব্বক স্থিতি।

অগ্নি।— কোথা যাও পাণ্ডুপুত্রগণ !
স্থির ভাবে রহ এই স্থলে।
ধর্ম্মরাজ ! মম বাক্য কর অবধান,
ব্রহ্মলোকে বাস মম,
অগ্নি মোর নাম,
যাহার সহায়ে সেই একদিন
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে মিলি
খাণ্ডব অরণ্য তবে দিল দগ্ধ করি,
সেই অগ্নি এবে আমি, চিনেছ কি মোর ?
ভূভার হরিয়ে হৃষীকেশ,
বৈকুণ্ঠ আশ্রমে যাইবার কালে,
মহাঅস্ত্র সুদর্শন অর্পিলেন মোরে,
অবতার ভেদে পুনঃ সেই অস্ত্র,
লভিবেন চক্রপাণি।
তেঁই তোমা সবে করি হে আদেশ,

শীঘ্র স্ব স্ব অস্ত্র মোরে কর সমর্পণ,
নিক্ষেপি সাগর জলে।
শুন হে অর্জ্জুন !
দ্বাপর বিগত এবে,
গাণ্ডীবে তোমার আর নাহি অধিকার,
বরুণের অস্ত্র দেও, অর্পিগে বরুণে।
বিলম্বিতে কিবা প্রয়োজন,
শীঘ্র কর অস্ত্র সমর্পণ,
নতুবা না ছাড়ি পথ কোন মতে,
অস্ত্র দিয়ে চলে যাও সবে বনাশ্রমে।

(অর্জ্জুন ভিন্ন সকলের স্ব স্ব অস্ত্র সাগরে নিক্ষেপ। অর্জ্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে দুঃখিত হইয়া ক্ষণেক চিন্তা।)

অর্জ্জুন।— (স্বগত) কি করি উপায় এবে।
হায় !
গাণ্ডীব আমার হ'ল ছাড়িতে এক্ষণে।
কি হবে গাণ্ডীবে আর,
কৃষ্ণ সনে বলবীর্য্য মোর,
গিয়াছে সকলি।

যুধি।— ভাই অর্জ্জুন !
ভাবিলে কি হবে আর ?
কর ভাই অস্ত্র সমর্পণ।
গাণ্ডীবে তোমার আর কিবা প্রয়োজন ?

(অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অস্ত্র সাগরে নিক্ষেপ ।)

অর্জ্জুন ।— আর্য্য !
আজ্ঞা তব অবশ্য মানিব,
এই দেব ! অস্ত্র করিনু নিক্ষেপ ।

অগ্নি ।— জয় জয় ধর্ম্মরাজ !
ধর্ম্ম বলে সশরীরে হবে স্বর্গবাসী ।

(অগ্নির অন্তর্দ্ধান ।)

যুধি ।— ভ্রাতৃগণ !
মন্তব্য স্থানেতে সবে চল শীঘ্র করি,
এ স্থানে মোদের আর নাহি প্রয়োজন ।

(সকলের প্রস্থান ।)

পট ক্ষেপণ ।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সুমেরু পর্ব্বত ।

(পাণ্ডব সহ দ্রৌপদী ও কুক্কুরের প্রবেশ ।)

অর্জ্জুন ।— (সম্মুখে পর্ব্বত দেখিয়া)
হের ধর্ম্মরাজ !
বিরাজিত মনোহর সবার সম্মুখে,
হিমালয় সম গিরি উন্নত শিখর,

নিবিড় বিটপ পূর্ণ মহীরুহ কত,
লতা গুল্ম সমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে হস্ত প্রসারিয়া,
পবন হিল্লোলে সদা নড়িছে মড় মড়ে,
অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন ডাকিছে মোদের।
সুনাদী বিহঙ্গ কত বসিয়া সে শাখে,
ঢালিতেছে নিরবধি সংগীত সুস্বর।
নির্ঝর হইতে সদা বহে চতুর্দ্দিকে,
কল কল রবে কিবা সলিল প্রপাত।
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত,
বিষধর ভুজঙ্গম হিংস্র জীবগণ;
না যায় নিকটে তার বিকট শিখর।
মুনিজন স্থান এই দুর্গম নির্জ্জন,
প্রকৃতির লীলা স্থল এ কোন পর্ব্বত?

যুধি।— ভাইরে অর্জ্জুন!
সুমেরু পর্ব্বত নামে এই গিরিবর,
বার মাস চির-বাঁধা প্রকৃতি এস্থানে!
নানা রঙ্গে নিরবধি হাসি'ছে খেলি'ছে।
চল তবে ভ্রাতৃগণ! পর্ব্বত সমীপে,
উঠিয়া গিরির শৃঙ্গে নির্জ্জন কন্দরে,
শ্রান্তি দূর করি সবে ক্ষণেক তথায়;
ভ্রমিব মনের সাধে যথা মন যায়।
নমি আমি গিরিবর! তোমার চরণে,
আশ্রয় দেও হে আজি অভাগা পাণ্ডবে।

কেন যে এসেছি মোরা তোমার সদনে,
অনিত্য সংসার সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
গিরিবাসী হইবারে মোদের বাসনা।

(সকলের পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে পদস্খলিত হইয়া দ্রৌপদীর হটাৎ নিম্নে পতন ও মৃত্যু।)

(সকলের রোদন ও মোহ)

হা প্রেয়সি ! হা পাণ্ডব সহচরি !
কোথা গেলে ছাড়ি অভাগা পাণ্ডবে।

অর্জ্জুন।— (মোহ ভঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে)

কোথা গেলে প্রাণপ্রিয়ে ! ফেলিয়ে অর্জ্জুনে,
দেখা দেও এবে আসি জুড়াওরে জ্বালা,
অধীর হ'তেছে প্রাণ তোমার বিহনে।
বহু কষ্টে লক্ষ বিন্ধি লভিনু তোমায়,
ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণবীরে, বধিনু সমরে,
ভাল তার প্রতিফল পাইনু এক্ষণে।
অর্জ্জুনেরে ভাল কত বাসিতে প্রেয়সি !
কে আর তুষিবে মোরে মধুর বচনে।

(নকুল সহদেব মোহভঙ্গে নীরবে রোদন।)

ভীম।— (মোহভঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে)

হায় ! হায় ! কোথা গেলে প্রেয়সী আমার,
দেখা দেও এবে আসি অভাগা ভীমেরে,
অধীর হ'তেছে প্রাণ তোমারি কারণ।
এলোকেশে মুদে আঁখি ভূমেতে লুণ্ঠিত,—

কে করিল হেন দশা বলনা আমায় !
উপযুক্ত শাস্তি তারে দিব হে এখনি।
উঠ উঠ ধূলি হ'তে প্রাণপ্রিয়ে মম,
ধূলায় লুটায় কেন ও চারু শরীর।
চির রাজভোগে যেবা কাটালে জীবন,
দুগ্ধফেণনিভ শয্যে শয়ন করিয়ে,
ভূমিতে পতিত কায় নাহি শোভা পায়।
সভা মধ্যে যেই দিন যবে দুঃশাসন,
কেশে ধরি তোমা তথা করে অপমান,
হেরিয়া দুর্দ্দশা তব দুর্য্যোধন পরে,
ঘৃণিত রহস্য করি কোল দেখাইল।
অভিমানে সেই কেশ না বাঁধিলে কভু,
এ হেন দুর্দ্দশা তরে কান্দিতে লাগিলে,
করিনু প্রতিজ্ঞা তবে সেই সভাস্থলে,
দুঃশাসন হৃদি চিরি আনিয়া শোণিত,
বান্ধিয়া কবরী তব দিব নিজ করে।
যেই উরু দেখাইল পাপী দুর্য্যোধন,
সেই উরু ভাঙ্গি দিনু মহা গদাঘাতে।
রক্ষিনু প্রতিজ্ঞা প্রিয়ে ! বধি দুইজনে,
ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রে বধিনু সমরে।
তোমার কারণ প্রিয়ে ! কত যে যন্ত্রণা,
সহিয়াছি সে সমরে কি কহিব হায় :
তাহার কি প্রতিফল দিলেহে এক্ষণে !

যুধি— (মোহভঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে)

অভাগা পাণ্ডবে ছাড়ি কোথা গেলে প্রিয়ে !
আমার কারণ তুমি অসহ্য যন্ত্রণা,
ভুঞ্জিয়াছ কত দিন কহিব কেমনে !
অনশনে, পথশ্রমে, সূর্য্যের কিরণে,
ছিলে হে সঙ্গিনী তুমি অভাগার সাথে ;
তবে কি দোষে প্রিয়ে ! ত্যজিলে আমায় !
কোথায় লুকালে তুমি, দেখা দেও আসি,
অস্থির হতেছে প্রাণ, ধৈরজ না মানে।
অসময় দেখি বুঝি সঙ্গ ছাড়ি গেলে,
এই কিহে বিধুমুখি তোমার এ কাজ !
নিষ্ঠুরা হওনা কভু দেখা দেও প্রিয়ে !
জুড়াও প্রাণের জ্বালা অভাগা পাণ্ডবে।
কেনলো প্রেয়সী হ'লে পাণ্ডব মহিষী,
একদিন মম তরে সুখি না হইলে,
পরিত্রাণ পেলে ভাল পলাইলে নিজে,
পাণ্ডবে ফেলিয়ে হায় ! শোকের সাগরে।
(গিরির প্রতি) এই কিহে গিরিরাজ ! তোমার এ কাজ ?
আশ্রয় লইনু মোরা তোমার নিকটে,
তার কিহে পরিণাম হইল এক্ষণে ?
লুকালে কোথায় মোর প্রিয়ারে এখন,
ফিরি দেও গিরিবর ! এ মম মিনতি।

(নিজে শান্ত হইয়া সকলকে সান্ত্বনা করণ)

ভ্রাতৃগণ !
বিলাপে কি ফল আর,

কৃতান্ত আবাসে বিলাপ না পশে কভু।
গত জীব হেতু বৃথা কি হবে কান্দিলে ?
ছি ! ছি ! তুচ্ছ শোকে পুনঃ মায়া পাশে,
হইনু আবদ্ধ মোরা।
কুলবালাগণ আর প্রজার রোদনে,
সে দিন ত ভাই,
বিচলিত চিত হয়নি কখন ?
তবে কেন বৃথা আজি হই হে এমন।

ভীম।— (শান্ত হইয়া)
কহ দেব ! কোন্ অপরাধে,
দ্রৌপদীর আজি হইল এ গতি ?

যুধি।— শুন ভীম,—
সকল অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি তার
অনুরাগ ছিল সমধিক,
তেঁই তার হইল এ গতি।
না হের ওদিকে আর,
সাবধানে এস ভ্রাতৃগণ !
উঠিগে পর্ব্বতোপরি।

(সকলের পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে পদস্খলিত হইয়া সহদেব নিম্নে পতন ও মৃত্যু, সকলের রোদন ও নকুলের মোহ।)

হা ভাই ! হা সহদেব !
তুমিও ছাড়িলে আজি অসময় !

(যুধিষ্ঠির শান্ত হইয়া ভীম অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা ও নকুলের মোহ ভঞ্জনার্থে উৎস হইতে জল আনিয়া মুখে জল-সেক ও পত্র লইয়া বীজন করিতে করিতে মোহ ভঙ্গ।)

যুধি।— ভাই ভীম! ভাই হে অর্জ্জুন!
গত জীব হেতু কি ফল বিলাপে?
নারীর রোদন সাজে,
পুরুষে কি সাজে তাহা?
মন কর স্থির, না হও অস্থির আর।

নকু।— (মোহ ভঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে)
হা ভাই! হা কনিষ্ঠ!
সহদেব, জীবনের ধন মম,
অগ্রজগণেরে ফেলি,
অগ্রে হায়! কোথা পলাইলে!
কি সুখ কি দুখ কালে,
ছায়া সম ভাই,
সতত ছিলে যে সনে;
তোমার কারণে অধীর হতেছে প্রাণ।
হে ধর্ম্মরাজ!
চল যাই ফিরি অন্য বনাশ্রমে,
এ দুর্গম গিরি শৃঙ্গে নাহি প্রয়োজন;
এস্থলে হারানু মোরা স্নেহের দুজনে।

যুধি।— ভাই নকুল!
নারীর রোদন সাজে,

কিন্তু তোমা হেন বীরজনে,
গত জীব হেতু রোদন সাজেনা কভু।
কান্দিলে কি ফিরি পাবে সোদরে তোমার?
বিপদে অধৈর্য্য ভাল নয়।
ভাই হে! পর্ব্বত ছাড়ি যাইতে কহিলে,
কিন্তু দেখ দেখি নিজে ভাবি মনে,
এতদূর সবে উঠিনু পর্ব্বতে,
পুনঃ ফিরি অন্য স্থানে যাওয়া কি ভাল?
ও দিকে না দিও মন।
শোক হেতু হইলে কাতর,
গুরুভার গিরি শৃঙ্গে হইবে উঠিতে।

(যুধিষ্ঠির সহ তিন ভ্রাতার আস্তে আস্তে পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে :—)

ভীম।— কহ ধর্ম্মরাজ!
দন্তহীন শান্ত শিষ্ট ছিল সহদেব,
ভৃত্য সম আজ্ঞা সদা করিত পালন,
পাণ্ডব অনুজ সেই জীবনের ধন,
ছায়া সম সর্ব্বস্থলে ছিল হে মোদের!
কোন দোষ কোন কালে না করিল ভাই,
অকালে মরণ তার কি হেতু হইল?

যুধি।— ধরা মাঝে বিজ্ঞ ভাবি ছিল অহঙ্কার,
এই পাপে এবে তার হইল এ গতি।
সাবধানে মৃদু মন্দে এস তিনজনে,
গিরি শৃঙ্গে পৌছিবারে নাহি বেশি দূর।

সকলের আস্তে আস্তে পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে দ্রৌপদী ও সহদেব হেতু শোক উদ্দীপনে অন্যমনস্ক হইয়া পদস্খলন পূর্ব্বক নকুলের নিম্নে পতন ও মৃত্যু।

যুধি।— (ক্রন্দন)
হা নকুল! হা স্নেহের ধন!
এ অভাগারে ছাড়ি,
তুমিও পলালে ভাই!
(রোদন সম্বরণপূর্ব্বক স্থিতি।)

অর্জ্জুন।— (কাঁদিতে কাঁদিতে)
হা নকুল! হা মমতার ধন!
ক্রমে ক্রমে ভাই; তুমিও সরিলে?
হায়! আজি কি দুর্দ্দিন পাণ্ডবের,
না হেরি নিস্তার আর।
কহ বিধি! একি লীলা তব?
মূঢ় আমি,
এ খেলা বুঝিতে নারি।
কাহারে হাসাও তুমি,
কারে বা কাঁদাও,
এই কিহে দয়াময়! তোমার এ কায?
অহো! প্রাণ ফেটে যায়,
কোথায় গেলিরে তিনজনে।

(অত্যন্ত অধীর হইয়া পদস্খলনপূর্ব্বক পতন ও মৃত্যু।)

যুধি।— (অধীর হইয়া ক্রন্দন)

পাণ্ডব ভরসা ভাই তুমিরে অর্জ্জুন !
তুমিও ত্যজিলে আজি অভাগারে !
বৃথা ধর্ম্মরাজ নাম করেছি ধারণ,
মম সম নরাধম কে আছে ভুবনে।
কহ বিধি ! এ যন্ত্রণা কেন দিলে মোরে,
কোন দিন তব কাছে না করিনু পাপ,
তবে কেন মনস্তাপ পাই অকারণে ?
নাশিতে তোমার যদি ছিল হে কল্পনা,
অগ্রেতে আমায় নাশি পশ্চাতে অন্যেরে
নাশিলে ত ছিল ভাল ?
এরূপ যন্ত্রণা তবে না হ'ত ভুঞ্জিতে।
ভাই ভীম !
নরাধমে ছাড়ি যাও এবে অন্য স্থলে ;
শেষের ভরসা মাত্র তুমি এ সময়।
আমার অদৃষ্টে যাহা আছে হে লিখন,
ঘটুক আমার ভালে এ নির্জ্জন স্থানে।
মম তরে তুমি আর না হ'ও কাতর,
পলাও এ স্থল হ'তে যত শীঘ্র পার,
নতুবা তোমার ভাগ্যে অকাল মরণ।

ভীম।— (কাঁদিতে কাঁদিতে)
ভাই রে অর্জ্জুন !
এই কি হে ছিল তব মনে ?
অসময়ে ফাঁকি দিয়ে কোথায় পলালে ?
হায় ! হায় ! প্রাণ যায় তোমারি কারণ।

জানি আমি শেষ পালা আমার এবার,
আমিও যাইব এবে তোমার সমীপে ;
বিলম্ব তাহার আর না আছে অধিক।
ধর্ম্মরাজ ! এ পরাণে নাহি আকিঞ্চন,
যথায় যাইবে প্রভু, আমিও তথায়,
নিরবধি শেষ সঙ্গ থাকিব তোমার।
কি হবে জীবনে আর সকলি যে গেলে,
এ অধমে কাল কেন না আসে লইতে ?
মহা পাপী তাই লাগি ছাড়িল আমায়।
কৃপা করি কহ দাসে শুনি,
অর্জ্জুন ত কোন পাপ করেনি কখন ?
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিল যেই জন,
পরম ধার্ম্মিক বলে' জগতে বিখ্যাত।
রহস্যের হেতু কিম্বা ভ্রমে কোন কালে,
মিথ্যা বাণী সেই জন না কহিল কভু,
তাহার অদৃষ্টে কেন এরূপ ঘটিল ?
কহ দেব ! নকুল বা কোন্ দোষে দোষী ?

যুধি।— ভাই ভীম !
কালচক্রে ঘূর্ণিত মেদিনী,
কালবশ নশ্বর জগৎ ;
চিরস্থায়ী কেহ নহে এ সংসারে।
তুচ্ছ সে অর্জ্জুন, নারায়ণ যিনি,
ভূভার হরণ হেতু,
নরদেহ ধরি আইলেন মর্ত্তে,

তাঁর বংশ ধ্বংশ হ'ল, কালেরি ঘটনে।
কালচক্রে শেষে তাঁর হইল নিধন।
স্মরিলে সে সব কথা,
ব্যাথা পাই মনে,
থাক্ এবে ও সকল কথা।
কিন্তু শুন গূঢ় তত্ত্ব তার ;—
শৌর্য্যাভিমানী ছিল হে অর্জ্জুন,
মনে মনে সদা তার ছিল এ গরব,
মোর সম ধনুর্দ্ধর না আছে জগতে,
গাণ্ডীব সহায়ে মুহূর্ত্তে ধ্বংশিতে পারি,
এ তিন ভুবন।
রূপের গরব সদা করিত নকুল,
এই পাপে সে দোঁহার হইল এ গতি।
চল তবে ভাই ভীম! কি হবে ভাবিলে ?
ঐ হের গিরিশৃঙ্গ সম্মুখে তোমার।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও কুক্কুরের গিরিশৃঙ্গের নিকট গমন, ভীম গিরিশৃঙ্গের উপর উঠিতে গিয়া হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া পতন। ভীমের পতনে মহাশব্দে গিরির কিয়দংশ ভঙ্গ ও ক্ষণেক ভূমিকম্প।
কুক্কুরের ভয়ে চঞ্চলভাব ও প্রভুগণ বিনাশে অস্থির হইয়া ক্রন্দন।

ভীম।— (ভূমে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে উচ্চৈঃস্বরে)
ধর্ম্মরাজ! শেষ বিদায় এক্ষণে।

যদি কোন দিন এ নরাধম ভীম,
তব শ্রীচরণে দোষী হয়ে থাকে,
এ মম মিনতি শেষ, করুন মার্জ্জনা।
হে দেব!
প্রিয়পাত্র তব ছিনু এতকাল,
ভ্রমবশে কোন্ পাপ না জানি করিনু,
প্রায়শ্চিত্ত বুঝি তার হইল এক্ষণে?
কহ দেব! কোন্ পাপে হইল এ গতি?

যুধি।— (ঊর্দ্ধ হইতে উচ্চৈঃস্বরে)
শুন ভীম!
ভক্ষ্যবস্তু তুমি কারে না করিয়ে দান,
আপনি ভোজন তুমি করিতে অধিক,
বলশালী এই বলে ছিল অহঙ্কার,
এই পাপে এবে তব হইল এ গতি।

ভীম।— (মৃদুস্বরে) বিদায় দেব! প্রণমি এক্ষণে।
আঃ! প্রাণ—যায়,
পরি—ত্রা—ণ—পেনু—ভাল।

(মৃত্যু।)

যুধি।— (ক্রন্দন)
এ নির্জ্জন স্থানে কে আর সহায় মম,
অহো! প্রাণ ফেটে যায়,
হায়! হায়! একে একে গেল যে সকলি।
ভাই রে ভীম! এই কি হে তব কাজ!
এ দুর্গম স্থানে ফেলি কোথায় পলালে।

(কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কুকুরকে কাঁদিতে দেখিয়া।)

হে প্রভু ভক্ত জীব !
প্রভুগণ হেতু তুমিও করিছ ক্রন্দন ?
হায় ! হায় ! মোর সম নরাধম আর,
কে আছে জগতে।
মম ভাগ্য দোষে হায় !
সকলে ছাড়িল।
তবু যে করাল কাল, না স্পর্শিল মোরে।
কি হবে কান্দিলে আর,
এস জীব মম সাথে,
তুমিই সহায় মম এ নির্জ্জন স্থানে।

(কুক্কুরের সহ গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া যাইতে যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে ম্রিয়মানে উপবেশন ও পদতলে কুকুরের শয়ন।)

যুধি।— (অকস্মাৎ রথশব্দ শুনিয়া বিস্ময়ে)
(স্বগত) অদূরে রথের ঘর্ঘর শুনি
একি আচম্বিতে !
না জানি কাহার বসতি হেথা,
কেবা আসে এ নির্জ্জন স্থানে।

(ইন্দ্রের রথারোহণে প্রবেশ।)

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ !
বৈজয়ন্ত অধিপতি ইন্দ্র মোর নাম,

একাকী ভ্রমিয়ে আর কি হবে নির্জ্জনে,
ধর্ম্মের মহিমা তব ব্যাপিত ভুবন,
আপনি এসেছি তাই লইতে এস্থলে।
কার তরে শোকাকুল হও হে রাজন্!
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে।
নশ্বর জগত এবে জানিবে নিশ্চয়,
এ কারণ শোকাকুল তব অনুচিত।
তব দুখে দুখি দেখি এ তিন ভুবন,
কাতর হইল প্রাণ তোমার কারণে,
শান্তনিতে সেই হেতু এসেছি আপনি।
শোকাবেগ পরিহরি উঠ এই রথে,
মম সাথে সশরীরে চল স্বর্গধামে।

যুধি।— বৈজয়ন্ত অধিপতি শুন দেবরাজ!
অনিত্য সংসার সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
পঞ্চ ভ্রাতা আর যাজ্ঞসেনী সহ,
গিরিবাসী হইবারে আইনু এস্থলে;
কিন্তু হায়! একে একে কৃতান্ত কবলে,
দুরদৃষ্ট বশে মম পড়িল সবাই,
একমাত্র এ অধম আছে হে জীবিত।
স্বার্থপর কভু নহে যুধিষ্ঠির,
সে সবারে পরিহরি কেমনে হে একা,
যাইতে বাসনা হয় অমর ভবনে।
মোর দুখে যদি দুখি হইলে দেবেন্দ্র;
এ অধম প্রতি যদি এতই সদয়,

অনুজ্ঞা করুন দেব! তবে সে সবারে,
মোর সাথে স্বর্গবাসী হইবে সবাই,
তবে ত বাসনা মোর যেতে স্বর্গধামে,
নতুবা সে ধামে মোর নাহি প্রয়োজন।

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ!
ধর্ম্ম মতে যা কহিলে সকলি যথার্থ,
পরম সন্তোষলাভ করিনু এক্ষণে।
দ্রৌপদী সহিতে তব যত ভ্রাতৃগণ,
নরদেহ পরিহরি তোমার অগ্রেতে,
পশিয়াছে স্বর্গধামে আনন্দ অন্তরে।
সশরীরে এবে তুমি এস মোর সাথে,
হেরিবে তথায় সবে আছে বিদ্যমান।

যুধি।— হে দেবরাজ!
এই জীব বড় ভক্ত মোর,
এত দিন মমাশ্রয়ে হ'য়েছে পালিত,
সাথে করি এই জীবে লইতে বাসনা,
অনুজ্ঞা করহ দেব! যাই তবে ল'য়ে।
ইহারে যদ্যপি আমি না লই সঙ্গেতে,
প্রভু ধর্ম্মে ব্যতিক্রম হইবে আমার।

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ!
এ অস্পৃশ্য জীবে সাথে লয়ে,
নাহি প্রয়োজন।
ইহার সহিত যেবা করে সহবাস,
যাগ যজ্ঞে পুণ্য ফল হয় হে বিনষ্ট,

দেবগণ ক্রোধবশ হন্ তার প্রতি,
স্বর্গবাসে ব্যতিক্রম হয় হে তাহার।
যদি অমরত্ব সিদ্ধিলাভে থাকে আকিঞ্চন,
এই জীবে তবে তুমি ত্যজহ এক্ষণে,
কিছু মাত্র ধর্ম্মক্ষয় না হইবে তব।
অমরত্ব, সিদ্ধিলাভ, অতুল সম্পদ,
অনন্তের তরে তুমি লভিবে তথায়।

যুধি।— হে দেবরাজ!
অস্পৃশ্য কুক্কুর আর যে হোক্ সে এই,
আশ্রয় দিয়ে'ছি যবে এশান্ত জীবেরে,
স্বার্থপরতার লাগি না হইব কভু,
দেবগণ যদি ইথে হইয়ে কুপিত,
যাগ যজ্ঞে পুণ্য নাশ করেন আমার,
চির শান্তি স্বর্গধামে না পাই যাইতে,
অসন্তোষ তাহে আমি না হই কদাচ।
ভীত, ভক্ত, ক্ষীণ, আর অনুগতে,
আজীবন করিনু রক্ষণ;
কিন্তু তাহে আজি যদি করিহে অন্যথা,
মহাপাপে মগ্ন হব অনন্তের তরে।
ক্ষমা কর দেব!
এই জীবেরে ত্যজি,
শান্তিময় স্বর্গধামে, নাহি আকিঞ্চন।

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ!
যা কহিলে বটে সকলি যথার্থ,

তব বাক্য অকাট্য সংসারে ;
কিন্তু দেখ ভাবি মনে,
সর্ব্বত্যাগী তুমি হয়ে এ সংসারে,
অনিত্য সংসার সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
ত্যজেছ যখন তুমি অনুজে কৃষ্ণারে,
ধর্ম্মবলে বৈজয়ন্তে হবে অধিকারী,
তবে কেন আকিঞ্চন তুচ্ছ জীব তরে ?

যুধি।— দেবরাজ !
এ জগতে গতজীব সাথে,
সন্ধি বা বিগ্রহে কার না আছে ক্ষমতা।
ভ্রাতৃগণ আর যাজ্ঞসেনী,
হায় ! গতজীব হেতু,
প্রাণ দানে অসমর্থ তাই ত্যজি সবে।
জীবিত থাকিলে সে সবারে,
ছাড়ি কিহে কভু ?
কৃপা করি মোর মত শুন শচিপতি !
নারী হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা, বিশ্বাসঘাতকে,
অর্শে যেই মহাপাপ,
আশ্রিত জীবেরে ত্যাগ করিলে তদ্রূপ।
স্বর্গবাসে নাহি কাজ ক্ষমা দেও প্রভু !
কলঙ্কের ভার কেন লব শির পাতি ?
এ হেন শরণাগতে না পারি ছাড়িতে।

(অকস্মাৎ কুক্কুর মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মের দেব মূর্ত্তি ধারণ।)

যুধিষ্ঠির পশ্চাতে কুকুরকে না দেখিতে পাইয়া
অন্য দেবমূর্ত্তি হেরিয়া বিস্ময়ে ঃ—

যুধি।— (স্বগত) একি ! কোথা গেল সেই জীব,
অপরিচিত দেবমূর্ত্তি দেখি যে সম্মুখে !

ধর্ম্ম।— বৎস যুধিষ্ঠির !
অন্তরের ভাব তব জেনেছি এক্ষণে।
বিস্ময় না হও আর শুন কেবা আমি ঃ—
পাপের শাসন কর্ত্তা,
ধার্ম্মিকের পরম সহায়,
বৈজয়ন্তে বাস মম, ধর্ম্ম মোর নাম ;
পরীক্ষিতে তোমা এত দিন,
কুক্কুররূপে ছিনু তব সাথে।
ধর্ম্মের মহিমা তব স্বচক্ষে হেরিয়া,
পরম সন্তোষলাভ করিনু এক্ষণে।
পড়ে কি তোমার মনে ?
যবে দৈত্যবন সরোবরে,
বকরূপে পরীক্ষিণু একবার।
হত ভ্রাতৃগণ তব ধর্ম্মবলে,
পুনঃ তথা পাইল জীবন।
ধর্ম্মরাজ ! আজি ধর্ম্মবলে,
জিনিলে হে ত্রিভুবন।
স্বার্থপর না হইয়া আশ্রিত জীবেরে,
অসময়ে না ত্যাজিলে কভু,
এই ধর্ম্মবলে আজি সশরীরে,

দেবরাজ সহ যাও স্বর্গধামে।
বিলম্ব না কর আর।
উচাটন তব লাগি যত ভ্রাতৃগণ,
তোমার অগ্রেতে সবে প্রাণ ত্যজি
পশিয়াছে বৈজয়ন্তধামে।
প্রস্তুত তোমার তরে আছে দেবরাজ,
দেব রথে চড়ি শীঘ্র করহে গমন।
মর্ত্তের পরীক্ষা এবে হ'ল সমাপন,
দুঃখ না পাইলে কভু সুখ নাহি মিলে;
সে কারণ বহু কষ্ট সহিয়াছ তুমি,
তার তরে মনকষ্ট না করিও কভু।
আসি তবে ধর্ম্মরাজ !
স্বস্থানে এক্ষণে।

যুধি।— প্রভু ! আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মানি,
অবিরাম ধর্ম্ম পথে থাকি,
তোমারি প্রসাদে আজি,
পাইব হে স্বর্গধাম।
এস দেব ! প্রণমি এক্ষণে।

[ধর্ম্মের প্রস্থান।

দৈববাণী।

"জয় জয় ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুর নন্দন,
ধর্ম্মবলে পেলে আজি অমর ভবন।
দেবরাজ সহ শীঘ্র এস এই পুরে,
স্বর্গবাসী সুখি হোক্ হেরিয়ে তোমারে।"

ইন্দ্র।— দৈববাণী শুনিলে ত ধর্ম্মরাজ।
বৃথা ব্যাজ এবে কি কারণ ?
মোর রথে উঠ শীঘ্র করি,
অবিলম্বে যাব স্বর্গধামে,
আনন্দে পূরিবে দেশ যথা তুমি যাবে।

যুধি।— (দেবগণ উদ্দেশে)
দেবগণ ! প্রণমি চরণে,
কিঙ্কর যাইছে তথা পূজিতে চরণ।

(দেবরথে যুধিষ্ঠিরের আরোহণ, স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি।)

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মায়াস্বর্গপুরী।

(দেবগণ, ঋষিগণ, পরিবেষ্টিত দুর্য্যোধন শত
ভ্রাতা সহ সমাসীন।)

(ইন্দ্র সহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

যুধি।— (দুর্য্যোধনাদিকে দেখিয়া সক্রোধে)
দেবগণ ! একি হেরি অকস্মাৎ,

পাপী দুর্য্যোধন শত ভ্রাতা সহ এবে,
সমাসীন বৈজয়ন্ত ধামে ?
যার লাগি পৃথ্বিতল হ'ল ছারখার,
যার লাগি আত্মীয় স্বজন তার,
একে একে হায়! হইল নিধন,
যার লাগি বনবাসে বহু কষ্ট,
সহিয়াছি মোরা অনিবার,
যার লাগি প্রিয়া যাজ্ঞসেনী;
সভা মধ্যে হৈল অপমান,
কেশাম্বর আকর্ষিল পাপী দুঃশাসন,
ঘৃণিত রহস্য করি ঐ পাপী তাহারে,
দেখাইল উরুস্থল।
এত পাপ কার্য্যে যারা কাটাল জীবন,
তাদের ললাটে ছিল হেন স্বর্গ ভোগ ?
তন্ন তন্ন করি কিন্তু দেখিনু এস্থলে,
না পেনু হেরিতে কোথা মোর ভ্রাতৃগণ।
চির ধর্ম্মে রত যারা ছিল আজীবন,
সে সবার হ'ল বুঝি বিপরীত ফল ?
বিধির বিচার হেরি এ কি হে অন্যায়।
যথায় দ্রৌপদী আর আছে ভ্রাতৃগণ,
তথায় যাইতে মোর আছে হে বাসনা,
হেন পাপী সহ স্বর্গে নাহি প্রয়োজন।
অনন্ত নরকে যদি থাকে হে তাহারা,
স্বর্গবাস হ'তে তথা মোর লাগে ভাল।

নারদ।— ধর্ম্মরাজ!
সম্বর ক্রোধ এবে।
হিংসা স্থল নহে স্বর্গধাম।
ভাই দুর্য্যোধন হেতু,
হিংসা দ্বেষ হেথা করহে বর্জ্জন।
স্বর্গধামে বৈরীভাব না হয় বিহিত,
সদ্ভাব ইহার সাথে কর এই স্থলে।
যদিও এজন তব ছিল বৈরীভাবে,
অসংখ্য অসংখ্য পাপ করেছে ধরায়,
কিন্তু ক্ষত্রমতে রণস্থলে,
ত্যজিয়ে পরাণ,
হয়েছে সদ্গতি এঁর এই পুণ্যধামে।
অত্যাচার এঁর তুমি হইয়া বিস্মৃত,
ভাই ভাই মিলি এবে রহ স্বর্গপুরে।

যুধি।— হে দেবর্ষি!
যে দুরাত্মা দুর্য্যোধন তরে,
পৃথিবীর বহু জীব হইল বিনষ্ট;
বিদগ্ধ হয়েছি মোরা চির বৈরানলে,
সেই পাপী যদি রণস্থলে ত্যজিয়া পরাণ,
নির্ব্বিঘ্নে সদ্গতি তার হইল এ ধামে,
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মোর ভ্রাতৃগণ,
কোন্ স্থানে এবে তারা করিছে বসতি?
অন্তর্যামী প্রভু তুমি,
কহ প্রিয়া সনে পুত্রগণ মোর;

কোথা আছে হে এক্ষণে ?
সাত্যকি, শিখণ্ডী, কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন,
বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু,
পাঞ্চাল ভূপতি আর বৎস অভিমন্যু,
রণস্থলে ক্ষত্রমতে পরাণ ত্যজিয়া,
কোন্ ধাম সে সবার হইয়াছে লাভ ?
আত্মীয় স্বজন ছাড়ি চিরবৈরী সহ,
থাকিতে বাসনা মোর নাহি স্বর্গধামে।
চিরবৈরী সহবাস না হয় বিহিত,
আত্মীয় স্বজন যথা ভাবি স্বর্গ তথা।
হে দেবগণ ! শুন নিবেদন মম ঃ—
যথায় আত্মীয়গণ আছে বিদ্যমান,
দেখিতে বাসনা মোর হ'তেছে এক্ষণে,
কৃপা করি সেই স্থানে প্রেরুণ কিঙ্করে।

দেবগণ।— ধর্ম্মরাজ !
পরম সন্তোষ মোরা হইনু এক্ষণে।
দেবেন্দ্র আদেশে মনোভিষ্ট তব,
শীঘ্র হবে অবশ্য পূরণ।
আত্মীয় স্বজনে যদি নিতান্ত বাসনা,
দেখিবারে হয়ে থাকে তোমার এক্ষণে ;
যাও তবে এই দূত দিনু তব সাথে,
তন্ন তন্ন করি তথা দেখাবে সবারে।
(দূত প্রতি) দূত !
মোদের আদেশ শীঘ্র করহে পালন,

ধর্ম্মরাজে সাথে করি যাও সেই স্থলে,
যথায় আত্মীয় এঁর আছে বিদ্যমান,
তন্ন তন্ন করি তথা দেখাও সবারে।

দেবদূত।— হে প্রভুগণ!
যথাজ্ঞা পালিব তোমা সবে।
এস ধর্ম্মরাজ! মোর সাথে সেই স্থলে।

যুধি।— দেবগণ! পূরে যেন মনসাধ মম,
আসি তবে প্রণমি এক্ষণে।

দেবগণ।— ধর্ম্মরাজ!
মন সাধ তব অচিরে পূরিবে,
যাও শীঘ্র সেই স্থলে।
ধর্ম্মবলে সশরীরে হলে স্বর্গবাসী,
হেন স্বর্গবাস না হেরিনু কার।

[দেবদূত সহ যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র।— দেবগণ!
ধর্ম্মরাজে মায়া স্বর্গ দেখানু এক্ষণে।
মোর যুক্তি মতে, মুহূর্ত্তের তরে তাঁরে,
প্রেরিলে নরকে;
খণ্ডিবেক পাপ তাঁর যাইলে সে স্থলে।
এতদিন ধর্ম্মমতে থাকিয়া ধরায়,
একমাত্র পাপ তবে করিলেন তিনি,
সেই পাপে এবে হবে নরক দর্শন।

যবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে,
আচার্য্য দ্রোণেরে, অবধ্য সমরে ভাবি,
ছল পাতি পাণ্ডুপুত্রগণ,
শ্রীকৃষ্ণের সহায়ে,
বধিতে সঙ্কল্প করিল তাঁহারে,
অশুভ সংবাদ মিথ্যা রটাইল তবে,
সেই রণস্থলে ;
"দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা হত আজি রণে।"
বৃথা পুত্র শোকে তবে হইয়ে বিহ্বল,
পরম ধার্ম্মিক জানি যুধিষ্ঠির পাশ,
সত্য মিথ্যা জানিবারে আসিলেন দ্রোণ।
জিজ্ঞাসিলে সে সংবাদ কহিলেন তিনি ঃ—
"অশ্বত্থমা হত,"
কিন্তু ধর্ম্ম ভাবি মনে মনে,
"ইতি গজ" কহিলেন পরে,
পুত্র শোকে তবে দ্রোণ, ত্যজিল পরাণ।
হেন মিথ্যা হেতু পাপ স্পর্শিল তাঁহারে,
নরক দেখিলে তবে হইবে মোচন।
কার্য্য মোর তথা হ'লে সমাধান,
প্রকৃত স্বর্গেতে তাঁরে প্রেরিব সকলে।
এস্থলে মোদের আর কিবা প্রয়োজন ?
আপন আশ্রমে সবে করিহে প্রস্থান।

[দেবরাজ সহ সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মায়ানরক পুরী।

দুর্গম ঘোরান্ধকার পরিবেষ্টিত দুর্গন্ধময় স্থানে পাপীগণের করুণ রোদন, কোথায় বা নরক যন্ত্রণা ভোগ বিকট চীৎকার ও কোথায়-বা মধ্যে মধ্যে অট্টহাস্যে সে স্থান কম্পিত ইত্যাদি।

(দেবদূত সহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

যুধি।— দেবদূত ! কোথা মোর আত্মীয় স্বজন ?
এ দুর্গম অন্ধকারে না হেরি কাহারে,
পূতিগন্ধে মধ্যে মধ্যে নাসিকা আবদ্ধ ;
অদূরে করুণ রোদন আর,
পাপীজন আর্ত্তনাদ পাই যে শুনিতে ;
মধ্যে মধ্যে,
অট্টহাস্যে কর্ণ হ'তেছে বধির।
এ দুর্গন্ধময় স্থানে,
না পারি তিষ্ঠিতে আর,
আত্মীয় স্বজন কাছে চল শীঘ্র ল'য়ে।

দেব দূত।— ধর্ম্মরাজ !
ঐ স্থানে আছে সবে হের হে সবারে।

পরিশ্রমে কষ্টে বোধ যদি এই স্থলে,
কি কাজ আমার বৃথা দিতে তোমা দুখ ?
দেবেন্দ্র আদেশ আছে শুন মোর প্রতি ঃ—
“ধর্ম্মরাজ যেই স্থলে হইবে কাতর,
প্রতিনিবৃত্ত শীঘ্রই হবে তথা হ’তে।”
দেবেন্দ্র সমীপে তবে চল ধর্ম্মরায়,
এ স্থানে তোমার বৃথা নাহি প্রয়োজন।

যুধি।— চল তবে যথা ল’য়ে যাবে।

(গমনোদ্যোগ।)

অদূরে ভীষণ চীৎকার ও মধ্যে মধ্যে অট্টহাস্য।

(নেপথ্য হইতে) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ধর্ম্মরাজ ! ক্ষণেক এস্থলে,
আজি তব আগমনে,
পরম সন্তোষ লাভ করিনু সবাই।
প্রভঞ্জন হেথা সদা বহিত সঘনে,
সুমন্দ পবন এবে বহে ধীরে ধীরে ;
পূতিগন্ধ স্থান এবে সৌগন্ধে পূরিল।

যুধি।— হে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ !
কহ কে তোমরা এই স্থলে,
কি হেতু করিছ হেথা অবস্থান ?

১ম, পাপী।— ভুলিলে কি ধর্ম্মরাজ ! আসিয়া এস্থলে ?
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তব আমি,
কর্ণ মোর নাম,
দুর্গতি আমার এবে হের এই স্থলে।

২য়, পাপী।— ধর্ম্মরাজ !
আমি তব ভীম নরাধম,
হের মোর দুর্দ্দশা এস্থলে।
পার্শ্বে মোর আর তিন জন,
অর্জ্জুন, নকুল, আর সহদেব,
পেরেছ কি চিনিতে এক্ষণে ?

৩য়, পাপী।— ধর্ম্মরাজ !
আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন পার্শ্বে ধৃষ্টকেতু,
হের হে দুর্দ্দশা মোদের।

৪র্থ, পাপী।— ধর্ম্মরাজ।
আমি তব প্রিয় বৎস অভিমন্যু,
হের মোর দুর্গতি এক্ষণে।

৫ম, পাপী।— ধর্ম্মরাজ !
কৃপাকরি হের এই পানে,
দ্রৌপদী নন্দন মোরা রহে'ছি কেমনে ?

৬ষ্ঠ, পাপী।— ধর্ম্মরাজ !
চির অভাগিনী দ্রৌপদীর,
হের হে দুর্দ্দশা।

যুধি।—(স্বগত) একি ! নাহি জানি স্বপ্নঘোর,
কিবা চিত্ত বিভ্রম হ'তেছে আমার।
আত্মীয় স্বজনে হেরি নরকে নিবাস।
হে বিধি ! তোমার এ লীলা খেলা,
কে পারে বুঝিতে ?
অধর্ম্মের স্বর্গবাস ধর্ম্মের পতন,

এ কি ! বিপরীত ফল হেরি এই স্থলে।
হে ধর্ম্ম ! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার,
কিসে রক্ষা, কিসে লোপ তব,
তুমিই জানহে প্রভু ! এ দাস অক্ষম।
(প্রকাশ্যে) তুমি সতী ভাগ্যবতী মহিষী আমার
হৃদয় আঁধার করি রহেছ এস্থলে ?
হে আত্মীয় স্বজনগণ !
তোমা সবাকার দশা হেরিয়া নয়নে,
অস্থির হ'তেছে প্রাণ।
কেমনে ছাড়িয়া রব তাই ভাবি মনে।
হায় ! হায় ! এই সবে ফেলিয়া কেমনে,
যাইতে বাসনা হয় একা স্বর্গধামে।
হে দেবদূত ! কহিও দেবেন্দ্রে,
"যুধিষ্ঠির তার আত্মীয় স্বজন সাথে,
স্বর্গবাস পরিহরি রহিল এস্থলে।"
আর নিবেদন মোর জানাও শ্রীপদে,
যুধিষ্ঠির স্বর্গবাসে নাহি আকিঞ্চন,
আত্মীয় স্বজন যথা, স্বর্গ জানে তথা।

দেব দূত।— ধর্ম্মরাজ !
যথা নিবেদন তব,
জানাইগে দেবেন্দ্রের পাশে।
বিদায় এক্ষণে তবে।

যুধি।— এস তবে দেবদূত।

[দেবদূতের প্রস্থান।

(সহসা নরকের বিকৃত দৃশ্য অন্তর্দ্ধান। সেই স্থলে দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ, এবং সুগন্ধে পরিপূর্ণ ও সুমন্দ পবন প্রবাহিত হইয়া শূন্য হইতে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি।)

(পট পরিবর্ত্তন।

দৃশ্য—মায়াস্বর্গ ।

যুধি।— (সাশ্চর্য্যে স্বগত)
এিকি ! দেব মায়া !
কোথা গেল অকস্মাৎ আত্মীয় স্বজন,
কোথা গেল ভীষণ নরক !
আহা ! দুর্গন্ধ স্থান এবে পূরিল সৌগন্ধে।
কিবা ! মন্দ মন্দ বায়ু বহিছে এস্থলে,
অকস্মাৎ সব হেরি অপূর্ব্ব এক্ষণে।
পরীক্ষিতে দেবগণ করিল এমন,
দেব লীলা দেখি, বুঝিতে অক্ষম।

(ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও দেবগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ !
বহু কষ্ট সহিয়াছ মোদের কারণে।
ধর্ম্মের মহিমা তব স্বচক্ষে হেরিনু,
প্রসন্ন তোমার প্রতি যত দেবগণ।
পুণ্যধামে এবে তুমি এস মোর সাথে,
কিন্নর কিন্নরী যথা সেবিবে তোমায় ;
নন্দন কাননে সদা ভ্রমিবে উল্লাসে।

নরক দর্শন ভাবি,
মনকষ্ট না করিও কভু ;
মায়াস্বর্গ, মায়ানরক,
দেখানু তোমারে।
পড়ে কি তোমার মনে,
যবে দ্রোণ বধ কালে করেছিলে পাপ ?
মনস্তাপ তার পাইলে এক্ষণে ;
নরক হেরিয়ে তবে হইল খণ্ডন।
আত্মীয় স্বজন হেতু না কর বিলাপ,
তোমার অগ্রেতে প্রেতআত্মা ত্যজি,
সে সবাই পশিয়াছে বৈজয়ন্ত ধামে।
পাপ হেতু দুষ্ট দুর্য্যোধন
কিন্তু হায়!
স্বজন বান্ধব সহ,
ভুঞ্জিতেছে পাপ পূর্ণ অনন্ত নরকে।
পাপ মুক্ত আত্মা এবে হইল তোমার,
প্রকৃত স্বর্গতে তুমি হ'লে অধিবাসী।
সশরীরে তবে শীঘ্র এস মোর সাথে,
স্বজন বান্ধবে তথা হেরিবে নিশ্চয়।

ধর্ম্ম।— বৎস যুধিষ্ঠির!
হেরিয়া স্বচক্ষে তব ধর্ম্মের প্রভাব,
পরম সন্তোষলাভ করিনু এক্ষণে।
পরীক্ষা মোদের এবে হ'ল সমাপন,
বিচলিত ধর্ম্মভাব না হেরিনু কভু ;

সমভাব ধর্ম্ম তব আছে এ অবধি ।
তিন তিন বার পরীক্ষিনু তোমা,
দুইবার মর্ত্তধামে, আর এই একবার,
নির্দ্দোষ শরীরে হায় ! দিনু কত দুখ,
স্মরিলে সেসব কথা ব্যাথা পাই মনে ।
পূর্ব্বে মন্দাকিনী পূত স্রোতে করি স্নান,
যে'ও বৎস ! তবে তুমি দেবেন্দ্রের সাথে ।
নরদেহ অচিরাৎ হবে তিরোহিত,
দিব্যমূর্ত্তি লাভ তথা হইবে তোমার ;
হিংসা, দ্বেষ, বৈরীভাব,
আর আর নরদেহে পাপ যত,
একে একে তথা সব হবে দূরীভূত,
পশ্চাৎ দেবেন্দ্র সহ যে'ও স্বর্গধামে,
ভুঞ্জিবে পরম সুখ তথায় সকলে ।
আসি বৎস ! সবে মোরা স্বস্থানে এক্ষণে;
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ করি আশীর্ব্বাদ ।

যুধি ।— হে ধর্ম্মদেব !
তোমারি প্রসাদে প্রভু, পাই পরিত্রাণ,
তোমারি আশ্রয়ে মোরা ছিনু এত কাল
এত দিন বহু কষ্ট ভুঞ্জি অনিবার,
যাইতে সক্ষম এবে অমর ভবনে ।
পূরে যেন মনসাধ এই ভিক্ষা দেব !
এস প্রভু ! প্রণমি এক্ষণে ।

[ধর্ম্মসহ অন্যান্য দেবগণের প্রস্থান ।

ইন্দ্র।— এস ধর্ম্মরাজ! তবে মোর সনে।
পূর্ব্বে পূত মন্দাকিনী স্রোতে করি স্নান,
দিব্যমূর্ত্তি লভিবে যখন,
দেবরথে ল'য়ে তোমা যা'ব স্বর্গপুরে।

যুধি।— শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব প্রভু।

[ইন্দ্র সহ যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দাকিনী নদী-তীর।

(ইন্দ্রের সহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

যুধি।— হে দেবরাজ!
এই কি সে ত্রৈলোক্যপাবনী মন্দাকিনী?
আহা, কিবা! কল কল কলে,
তরঙ্গ উথলে, চলে ধীরে ধীরে।
কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
বলসি নয়ন সদা রহে স্থিরভাবে।
আহা! চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি সুন্দরী কিবা!

মনোমোহিনী সাজে শোভিছে এস্থলে।
দেব! আজি মোর সফল জীবন,
আহা! হেন রম্যস্থল কভু,
না হেরিনু কোন কালে।

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ!
অনুভব তুমি ক'রেছ যথার্থ,
এই সে পবিত্র মন্দাকিনী।
এক মন্দাকিনী দেখি হইলে বিহ্বল,
ইহাপেক্ষা শত শত রম্যস্থল,
আছে এই স্বর্গধামে।
নন্দন কানন কাছে তুচ্ছ এই স্থান।
অগ্রে বৎস! অবগাহ দেহ.
এই পূত স্রোতে,
পশ্চাৎ তর্পণে তুষি দেব পিতৃলোকে,
হিংসা দ্বেষ পরিহার করিয়া যখন.
দিব্য মূর্ত্তি লভিবেক তুমি এই স্থলে,
দেব রথে চড়ি তবে যাইবার কালে,
দেখাব সুরম্য স্থান বৈজয়ন্তে তথা।
ধর্ম্মরাজ! বৃথা ব্যাজ কর কি কারণ?
শীঘ্র স্নান সমাপন করহে এক্ষণে।

যুধি।— আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য দেব!
কৃপা করি এই স্থলে তিষ্ঠহ ক্ষণেক,
মন্দাকিনী পূত জলে তবে,
স্নান আর তর্পণাদি করি সমাপন।

ইন্দ্র।— ভাল বৎস !
অপেক্ষায় রহিলাম আমি।

যুধিষ্ঠির মন্দাকিনী সলিলে স্নান ও পিতৃগণ উদ্দেশে মনে মনে তর্পণাদি সমাপনান্তে তীরে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিতে করিতে অকস্মাৎ নরমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া দিব্য মূর্ত্তির আবির্ভাব।

(স্বর্গ হইতে ঘন ঘন পুষ্প বৃষ্টি।)

যুধি।— দেবরাজ !
হিংসা দ্বেষ আর নরদেহে যত পাপ,
একে একে এবে সব হ'তেছি বিস্মৃত ;
আত্ম ভোলা হ'তেছি এক্ষণে,
দিব্য জ্ঞান হ'তেছে আমার।

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ !
পূরিল মোদের সাধ এবে।
পাপ মুক্ত আত্মা হ'য়েছে তোমার।
বিলম্ব না কর আর,
এস শীঘ্র এই দেব রথে,
পূরিবে তোমার সাধ আজি স্বর্গধামে।

যুধি।— দেবরাজ !
আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মানি।
তোমারি প্রসাদে দেব, পাব স্বর্গধাম,
জীবন সফল হবে যাইলে সে স্থলে।
আত্মীয় স্বজন লাগি উৎকণ্ঠা যে প্রাণ,

পরিতুষ্ট হব তথা দেখিলে সবারে।
চল দেব! সত্বরে তথায়।

(ইন্দ্রসহ যুধিষ্ঠিরের রথারোহণে প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈজয়ন্তপুরী-দেবসভা।

দেব পতাকায় স্বর্গীয় কুসুমে ও পারিজাত মাল্যে সভা মন্দির সজ্জিত, দেবগণ ও ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে আসীন। চতুর্দ্দিকে অপ্সরা কিন্নর কিন্নরী, ও দেব রক্ষকে পরিবেষ্টিত। সভা মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরের আত্মীয় স্বজন স্বস্ব আসনে উপবিষ্ট। মধ্যে দুইখানি মণিময় আসন শোভমান।

(ইন্দ্রসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

যুধি।— দেবরাজ!
এই কি সেই বৈজয়ন্তপুরী দেব হর্ম্য?
চারু কারু কার্য্যে যার সৃষ্টিতে অতুল,
করিলা অমর শিল্পী, বিশ্বকর্ম্মা কৃতী;

দেবগণ বাস হেতু সুখের কারণে।
আহা! চতুর্দ্দিকে ওই নিকুঞ্জ কানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভে পূরিত।
আহা! মনোলোভা পারিজাত!
সুগন্ধে শোভিছে আজি দেব সভা মাঝে।
শোভা ঘ্রাণে যার,
উল্লাসিত হয় দেব চিত্ত;
দেবেন্দ্র কামিনী কণ্ঠে শুনি যার মান।
কোথা বাঞ্ছা কল্পতরু, উন্নত মস্তকে,
রহে সদা বিরাজিত অমর আশ্রমে।
কি আশ্চর্য্য গুণ শুনি ঐ তরুবরে,
যেই যাহা মাগে পায় সে তখনি।
হের দেবরাজ! হের চারি ধারে কত,
অমরের কীর্ত্তি স্তম্ভ আহা কি সুন্দর!
দেবগণ প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে;
অদূরে নন্দন বন শোভিছে কেমন!
প্রমোদ বিশ্রাম সুখ চিরদিন তরে,
দেব নারীগণ লভে উল্লাসে তথায়।
হেন রম্যস্থল আমি না হেরেছি কভু,
তোমারি প্রসাদে আজি পাইনু হেরিতে।
জীবন সফল আজি ভাবি মনে মনে,
পূরিবে মনের সাধ হেরিয়ে স্বজনে।

ইন্দ্র।— ধর্ম্মরাজ!
আজি তব আগমনে,

আনন্দে পূরিল স্বর্গধাম ।
বহুদিন পরে আজি,
মনের উল্লাসে হের আত্মীয় স্বজনে ।
সে সবারে আর পার কি চিনিতে ?
দিব্য মূর্ত্তি লাভ এবে হয়েছে সবার ।
আনন্দে হেরিছে সবে তোমারে এক্ষণে,
প্রতীক্ষায় ছিল সবে তোমার কারণে ।
সভা মধ্যে মধ্যাসনে বস এবে তুমি,
দ্রৌপদী আত্মীয়গণে করাই মিলন ।

যুধি ।— আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য দেব !
দেবগণ ! প্রণমি চরণে ।
পূর্ণ মনস্কাম অভাগার এত দিনে ।

সকলে ।— ধর্ম্মরাজ !
অভাগা নওহে তুমি,
পুণ্যবান এ পবিত্র ধামে ।

ধর্ম্ম ।— জয় জয় ধর্ম্মরাজ, পাণ্ডুর নন্দন,
সশরীরে ধর্ম্মবলে পেলে স্বর্গধাম ।
আনন্দে তোমার তরে মগ্ন দেবগণ,
পুষ্পবৃষ্টি চতুর্দ্দিকে করিছে সবাই ।

(চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি ।)

যুধি ।— কোথা মোর আত্মীয় স্বজন !
স্থথিত সকলে ?
মনের উল্লাসে আজি হেরিব সবারে,

দেখা দেও মোরে এ সময়।

আত্মীয় স্বজনগণ।—ধর্ম্মরাজ!
তব ধর্ম্ম বলে আজি মোরা স্বর্গবাসী,
তব সুখে সুখী মোরা এই পুণ্যধামে।

ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ে।—ধর্ম্মরাজ! প্রণমি চরণে।
আজি সফল জীবন মোদের,
হেরিয়ে তোমারে।

কর্ণ।— ভাই যুধিষ্টির!
চিরায়ু হইয়া, সুখে কর স্বর্গবাস।

একে একে সকলে উঠিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করণ ও কর্ণ প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ।

ইন্দ্র।— বৎস যুধিষ্ঠির!
বস এই মধ্য সিংহাসনে,
দম্পতী মিলন এবে করি এই স্থলে।

যুধি।— যথা আজ্ঞা প্রভু!

(যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কর ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া গলে পারিজাত মাল্য প্রদান। সভামধ্যে আনন্দধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি।)

যুধি।— দেবগণ!
পূর্ণ মনোরথ এতদিনে।
হে প্রেয়সি!
বহুদিন পরে হেরিয়ে তোমারে,
সফল মনের আশ হইল এক্ষণে।

দ্রৌপদী ।— প্রাণকান্ত !
এত ভ্রান্ত ছিলে হে দাসীরে ?
বহুদিন তোমা ধনে না হেরে নয়নে,
অস্থির ছিল যে প্রাণ
দণ্ডে দণ্ডে যুগ ভাবিতাম মনে,
আজি পুনঃ হেরিয়া তোমারে,
অভাগিনী দ্রৌপদীর,
হ'ল সার্থক জীবন ।

ইন্দ্র ।— হে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ চতুষ্টয় !
ভীম ! অর্জ্জুন ! নকুল ! সহদেব !
মনের উল্লাসে আজি সেব যুধিষ্ঠিরে !
ধর্ম্মের প্রভাবে এঁর, পেলে স্বর্গধাম ।

ভ্রাতৃগণ ।— যথা আজ্ঞা প্রভু !

(কেহ ছত্রধারণ কেহ বা চামর লইয়া বীজন ।)

সকলে ।— জয় জয় ধর্ম্মরাজ !

(সভামধ্যে আনন্দধ্বনি ।)

নারদ ।— বৎস যুধিষ্ঠির !
স্বচক্ষে হেরিয়ে তব ধর্ম্মের প্রভাব,
পরম সন্তোষ লাভ করিনু এক্ষণে ।
আজি ধর্ম্ম বলে, আত্মীয় স্বজন সনে,
হলে স্বর্গ অধিবাসী ।
তব হেতু পূরিল আনন্দে স্বর্গধাম ।

এতকাল মর্ত্তে তব ধর্ম্ম বলে,
বন্ধু ভাবে বাঁধা ছিলেন
গোলকের পতি শ্রীমধুসূদন।
ভূভার হরণ করি বৈকুণ্ঠ আশ্রমে,
তিনি গিয়াছেন চলি।
আজি ধর্ম্মপাশে কিন্তু সেই স্থলে,
বান্ধিলে তেত্রিশ কোটী দেবগণে।
তব ধর্ম্মের মহিমা বলে এতদিন,
লক্ষ্মী স্বরূপিনী ফুল্ল কমলিনী,
দ্রুপদ নন্দিনী,
হস্তিনা উজ্জ্বল করি ছিল মর্ত্তধামে,
পুনঃ ধর্ম্মবলে স্বর্গে মিলিলেক দোঁহে।
ধার্ম্মিক প্রধান তুমি ছিলে মর্ত্তধামে,
তেঁই,
হরিশ্চন্দ্র আদি তব সম কত রাজা,
নরদেহ ত্যজি এসেছেন এই স্থানে,
কিন্তু হেন সশরীরে স্বর্গবাস,
না হেরিনু কারে কোন কালে।
বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তোমা;
অনন্তের তরে সুখে ভুঞ্জ স্বর্গধাম।

যুধি।— হে দেবর্ষি!
আশীর্ব্বাদ তব শিরোধার্য্য মানি।
তোমা হেন পুণ্যজনে হেরিয়া নয়নে,
পরম সন্তোষ লাভ করিনু এস্থলে।

কৃপা করি প্রভু! কর আশীর্ব্বাদ,
চিরকাল ব্রহ্মপদে থাকে যেন মতি;
স্বর্গসুখ তুচ্ছ ভাবি ইহার নিকটে।

সভাজন সকলে।—জয় জয় ধর্ম্মরাজ!
আত্মীয় স্বজন সহ,
অনন্ত সুখ ভুঞ্জ, এই স্বর্গধামে।
কিন্নর কিন্নরীগণ!
আনন্দ লহরী তুল ধর্ম্মরাজ কাছে।
ধর্ম্মের মহিমা ঘোষ বৈজয়ন্ত ধামে।

ইন্দ্র।— কিন্নর কিন্নরীগণ!
আমার আদেশ শীঘ্র পালহ এক্ষণে।
ধর্ম্মের জয় গাও মনের হরিষে।

কিন্নর কিন্নরীগণ।—যথা আজ্ঞা প্রভু!

৫ নং মেলতা গীত।

জয় জয় ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মের কারণে,
বেঁধেছিলে মর্ত্তধামে শ্রীমধুসূদনে।
তোমার মহিমা বলে,
স্বর্গে আনন্দ উথলে;
দেবগণ ফুল্ল প্রাণ, গাইছে কিন্নরীগণে।
আজি সে ধর্ম্মের বলে,
সশরীরে স্বর্গ পেলে;
পুণ্য সতী ভাগ্যবতী,

দ্রৌপদী সনে মিলনে,
আনন্দে উধাও হয়ে, মিলিলে স্বজন সনে।
গাও মন ধর্ম্ম জয়,
অধর্ম্মের সর্ব্ব ক্ষয়;
চরাচরে হেন রীতি জানে সর্ব্বজনে।
আজি হেরি নব সৃষ্টি,
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি,
আনন্দে করুন সবে, দম্পতী মিলনে।

(সভামধ্যে পুষ্পবৃষ্টি!)

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।